NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ রাজপথে ওবিসি অধিকার যাত্রা ঘিরে ধুন্ধুমার

গ্রুপ সি ও ডি পদে আবেদনের বিজ্ঞপ্তি ৩

কলকাতা ৩০ অগস্ট ২০২৫ ১৩ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.08.2025, Vol.19, Issue No. 81, 8 Pages, Price 3.00

‘ভারতে এসে পণ্য উৎপাদন করুন, বিশ্বে রপ্তানি করুন’

জাপানে পৌঁছে বার্তা মোদীর

টোকিও, ২৯ অগস্ট: আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহেই জাপানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর পৌঁছেই টোকিওয় ভারত-জাপান যৌথ আর্থিক ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল জাপানি ভাষা! তিনি বললেন, ‘নমস্কার, কনচিওয়া জাপান।’

২ দিনের সফরে শুক্রবার জাপানের টোকিয়োতে পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। টোকিওতে জাপানের মহিলাদের উদ্যোগে মোদীকে স্বাগত জানাতে পরিবেশিত হয় ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্য মোহিনীঅট্টম, কথক, ভারতনাট্যম ও ওডিশি নৃত্য। বিরাট অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয় জাপানের বিশেষ দারুমা পুতুল। এই বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পন্ন এই পুতুলকে জাপানিরা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন। টোকিওতে আর্থিক ফোরামে যোগ দেওয়ার আগে জাপানের শীর্ষ সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আসা ভারতের সরকারি আধিকারিকরা।

এরপর প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে। দীর্ঘক্ষণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের।

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওশিহাইড সুগা ও আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তিনি সাক্ষাৎ করেন জাপান সংসদের স্পিকার ফুকুশিরো নুগাকার সঙ্গে।

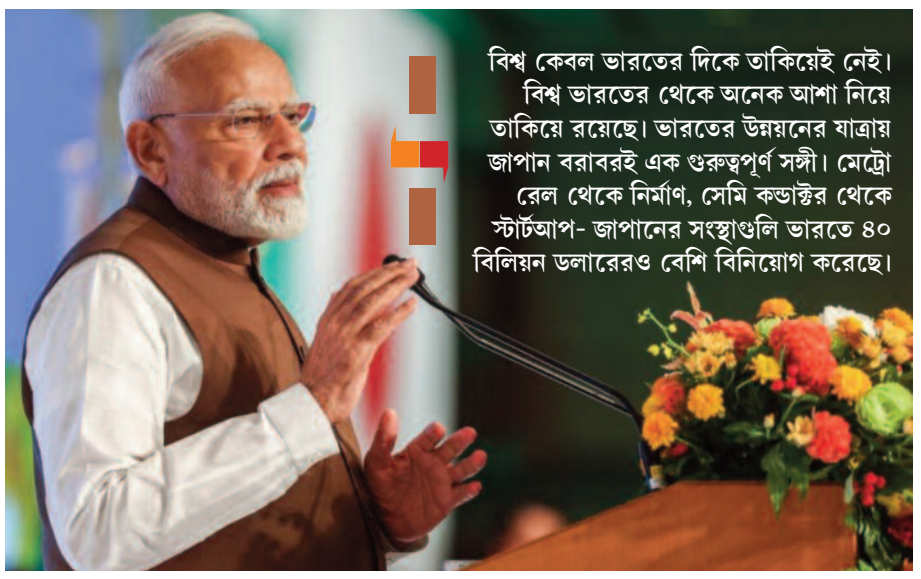

এদিন জাপানে পা রেখেই সেখানকার শিল্পপতিদের প্রধানমন্ত্রী বার্তা দেন, ‘ভারতে পণ্য উৎপাদন করুন, বিশ্বে রপ্তানি করুন।’ সেই সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা গেল, ‘বিশ্ব কেবল ভারতের দিকে তাকিয়েই নেই। বিশ্ব ভারতের থেকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় জাপান বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। মেট্রো রেল থেকে নির্মাণ, সেমি কন্ডাক্টর থেকে স্টার্টআপ- জাপানের সংস্থাগুলি ভারতে ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছে।’ সেই সঙ্গেই জাপানকে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে মোদী বলেন, ‘ভারতে মূলধন কেবল বাড়েই না, তা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।’ পাশাপাশি মোদী বলেন, ‘আজ ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। নীতিগত স্বচ্ছতা এবং সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত এখন বিশ্বের দ্রুততম বর্ধিষ্ণু প্রধান অর্থনীতি। এবং খুব শীঘ্রই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে।’ তাঁর বার্তা, ‘প্রতিরক্ষা ও মহাকাশের পর আমরা এবার পারমাণবিক ক্ষেত্রে বা বেসরকারি বিনিয়োগের রাস্তাও খুলেছি।’

প্রসঙ্গত, জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ জানিয়েছেন, কেবল দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, দুই রাষ্ট্রপ্রধানের আলোচনায় উঠে আসবে কোয়াডের মতো ইস্যুও। মোদীর সফরের ঠিক আগেই সিবি বলেন, ‘প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দু’জন রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেটাও বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। এহেন অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সেই নিয়ে আলোচনা হবে। অবশ্যই আলোচনা হবে কোয়াড নিয়েও।’ তবে আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে ওয়াশিংটনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত কোয়াডে কতটা আগ্রহী হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

ভারতে পণ্য উৎপাদনে জোর দিক আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি। এখানে উৎপাদিত পণ্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক। সেই লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র আহ্বান জানিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই যে তিনি মেক ইন ইন্ডিয়ার বার্তা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই ছবি এদিন ফের একবার সামনে এল। ২০০৭ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই জাপানে গিয়ে সেখানকার কর্পোরেট জায়ান্টদের ভারতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন মোদী। গুজরাতে শিল্পের জন্য বার্তা দিয়েছিলেন।

মোদীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য

রাহুল গান্ধিকে কড়া আক্রমণ অমিত শাহর

ধুন্ধুমার বিহারে, রেশ কলকাতাতেও

নয়াদিল্লি, ২৯ অগস্ট: ভোটার অধিকার যাত্রাকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে কংগ্রেস ও বিজেপির সংঘাত। দিন দুয়েক আগে বিহারে যাত্রা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অবমাননাকর মন্তব্য করেন কংগ্রেসের একাংশ নেতা-কর্মীরা বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিহারে কংগ্রেসের ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত যুবক। তবে এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর থেমে নেই। শুক্রবার পাটনায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস এবং বিজেপির সমর্থকেরা। তার রেশ এসে পৌঁছয় কলকাতাতেও। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির পতাকা নিয়ে কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর বিধান ভবনে হামলা চালান।

ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার। ওই দিন ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’য় বিহারের দ্বারভাঙা থেকে মুজফ্ফরপুর যাচ্ছিলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, তেজস্বী যাদবেরা। দ্বারভাঙা শহরে কংগ্রেসের একটি মঞ্চ থেকে বছর কুড়ির এক যুবক প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং তাঁর মাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। পরে দ্বারভাঙা থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধির সমালোচনা করে বিজেপি। শুক্রবার এই ঘটনায় রাহুলের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘যদি লজ্জাবোধ বলে অবশিষ্ট কিছু থেকে থাকে তা হলে রাহুল গান্ধির ক্ষমা চাওয়া উচিত।’

এদিন রাহুলকে বিঁধে শাহ বলেন, ‘দু’দিন আগে যা হয়েছে তাতে সকলেই দুঃখিত। মোদীজির মা নিজে অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করে ছেলেকে বিশ্বমঞ্চে একজন বিশ্বাসী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমন একজন মানুষকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ, দেশের মানুষ সহ্য করবে না। নিজের রাজনৈতিক জীবনে এর থেকে নীচে নামা কারওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এর নিন্দা করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি রাহুল গান্ধিকে অনুরোধ করছি, আপনার একটুও লজ্জা থাকলে মোদীজি এবং তাঁর মৃত মায়ের কাছে ক্ষমা চান। দেশের মানুষের কাছেও ক্ষমা চান। ভগবান সকলকে বুদ্ধি দিন।’

আমিত শাহের অভিযোগ, কংগ্রেস রাজনীতিতে ‘ঘৃণার সংস্কৃতি’ ছড়াচ্ছে। বিহারে রাহুল গান্ধির যাত্রাকে ‘অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা’ বলে তাঁর দাবি, ‘কংগ্রেস যত কুকথা বলবে, বিজেপি তত জিতবে।’

প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাহানি, ফুঁসছেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের দ্বারভাঙায় ইন্ডি জোটের জনসভায় অশালীন মন্তব্য ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ঝড়। কংগ্রেস নেতা মহম্মদ রিজভি প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং তাঁর প্রয়াত মাতৃসম্ভবকেও কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা, তেজস্বী যাদব- সহ বিরোধী জোটের প্রথম সারির নেতারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ‘এই ন্যক্কারজনক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখে প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।’

এক্স-এ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শুভেন্দু লেখেন, ‘বিহারের দ্বারভাঙায় ইন্ডি জোটের ভোটার অধিকার যাত্রায় কংগ্রেস নেতা

মহম্মদ রিজভি সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে ন্যক্কারজনক ভাবে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন, শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বর্গীয়া মা’কেও অত্যন্ত অশালীন ভাবে আক্রমণ করেছেন। মঞ্চে সেই সময় রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা, তেজস্বী যাদব-সহ ইন্ডি জোটের অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তারা এই অশালীন আক্রমণের প্রতিবাদটুকুও করেননি।’

আরজি কর দুর্নীতি কাণ্ডে অতীন ঘোষের বয়ান নিল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বাড়িতে সিবিআই। শুক্রবার দুপুর ২টো নাগাদ সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শ্যামবাজারে অতীন ঘোষের বাড়িতে যান বলে সূত্রে খবর। আরজি কর কাণ্ডে দুর্নীতির তদন্তের জন্য অতীন ঘোষের বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

সূত্রে এ খবরও মিলেছে, শুক্রবার অতীন ঘোষের এক কর্মী তাঁর বাড়ির নীচে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাড়িতে ঢুকে যান সিবিআইয়ের ২ আধিকারিক। তাঁদের হাতে একাধিক ফাইলপত্রও ছিল। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, আগে থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে অতীন ঘোষকে জানানো হয়েছিল যে সিবিআই আধিকারিকেরা তাঁর বাড়িতে যাবেন।

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই আর্থিক দুর্নীতির মামলাটির তদন্তে নেমেছে সিবিআই। এর পাশাপাশি আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে গোটা শহর যখন উত্তাল, তখন ১৪ অগস্ট হাসপাতালে রাতদখল কর্মসূচির মাঝে ভাঙচুর চালানো হয়। বিরোধীরা সেই সময়ও অতীনের দিকে আঙুল তোলে। ওই ভাঙচুরের মামলা তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ। ফলে ধর্ষণ-খুনের পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক যোগ, দু’দিকেই জটিলতা বাড়ছে আরজি কর কাণ্ডে ফলে আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকেই নানা ইস্যুতে কলকাতার ডেপুটি অতীন ঘোষের নাম উঠে এসেছে। কিছুদিন আগে শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতেও হানা দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সিবিআই বেরিয়ে যেতেই সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন অতীন। এদিন এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘আমার বাড়িতে সিবিআই এসেছে বলে আমার কোনও খেদ নেই। কারণ আমার রাজনৈতিক চরিত্র কী আপনারা সবাই জানেন। ১৫ বছর ধরে কলকাতা পুরনিগমে হেলথ সামলাচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেনি।’ একইসঙ্গে তিনি এদিন এও বলেন, ‘ওদের যে কোনও উদ্দেশ্যই থাকুক আমি তাতে কিছু মনে করি না। কারণ আমি জানি আমার এতে কোনও ভূমিকা নেই।’

আজই ‘দাগি’দের তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি !

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানাল, কোনও দুর্নীতিগ্রস্থ অযোগ্য প্রার্থী পরীক্ষায় বসতে পারবে না, ‘অন রেকর্ড’। এদিন এসএসসি পরীক্ষার দিন না পিছোলেও বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ ফের শুক্রবার স্পষ্ট করে দেয়, কোনও ভাবেই অযোগ্যরা ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষায় বসতে পারবে না। পরীক্ষার উপর যে কড়া নজর রাখছে কোর্ট, সে কথাও ফের মনে করিয়ে দেওয়া হয় আদালতের তরফে। একই সঙ্গে এও জানানো হয়, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের জন্য যে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হবে, সেখানে এগজেম্পশন যেটা সর্বোচ্চ আদালতের তরফে দেওয়া হয়েছে, সেটা লাগু থাকবে।

এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতকে জানান, অনলাইন আবেদনে যখনই কোনও অযোগ্য প্রার্থী নজরে আসছে, তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার পরও দেখা হবে কোনও অযোগ্য প্রার্থী ভুলবশত পরীক্ষায় বসে গিয়েছেন কিনা। পাশাপাশি এদিন কল্যাণ এও বলেন, এসএসসির তরফে ১৯০০-র মতো অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ৭দিনের মধ্যে তো বটেই, সম্ভব হলে শনিবারই এসএসসির তরফে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ‘আগামী সাত দিনের মধ্যে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।’ এরপর শুক্রবার এই ইস্যুতে ফের শুনানি হয়। আর এদিন শুনানি চলাকালীন ফের এই একই প্রসঙ্গ ওঠে আদালতে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের হয়ে সওয়াল করা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও এদিন রেকর্ড হয়। এরপরই এদিন, আদালতে নিজের বক্তব্য রেকর্ড করে আইনজীবী কল্যাণ জানান, এসএসসি পরীক্ষায় বসতে পারবে না কোনও চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের আবেদন ছিল তাঁরা যোগ্য প্রার্থী। এদিকে এদিন শুনানির সময় মামলাকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এখনও অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে। এই মামলার শুনানি চলছে এখন আদালতে। শুক্রবার এই শুনানির সময় আদালতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করতে গিয়ে জানান, ‘যদি কোনও চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত ঘটনাচক্রে অ্যাডমিট কার্ড পেয়েও যায় তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে। পরীক্ষার পর ধরা পড়লেও খারিজ করা হবে তাঁকে।’

১৪ হাজার নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় ১৪ হাজার নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়াতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে মোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৩ হাজারের বেশি। বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুক্রবার দুপুরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস-সহ আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পরে তিনি জানান, অধিকাংশ বুথ নিয়ে কোনো আপত্তি না থাকলেও চার শতাংশ বুথের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি সমস্যার কথা জানিয়েছে। সেগুলি পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলিকে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে নিজেদের মতামত ও পরামর্শ জানাতে বলা হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিনিধি অরূপ বিশ্বাস বৈঠকের পরে অভিযোগ করেন, পুনর্বিন্যাসের নামে বহু বুথ দূরবর্তী স্থানে সরানো হচ্ছে। এতে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রতিনিধি শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেন, জেলাশাসকদের রিপোর্টে বিরোধীদের আপত্তি প্রতিফলিত হয়নি। এজন্য দোষী জেলাশাসকদের কাছ থেকে কমিশনের কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিত। তাঁর দাবি, বুথ লেভেল অফিসারদের মধ্যে ৪০ শতাংশই অস্থায়ী কর্মী। পর্যাপ্ত স্থায়ী কর্মী থাকা সত্ত্বেও ভোটে কারচুপির জন্য অস্থায়ীদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

সিপিআইএম নেতা শ্রমিক লাহিড়ীও ডিএমদের রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, এই ধরনের আধিকারিকদের হাতে নিরপেক্ষ ভোট সম্ভব নয়।

মল্লিক হোমিও হল

ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের নেতৃত্বে

ভারতের একমাত্র গবেষণাভিত্তিক অত্যাধুনিক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ

ফিউচার জেনারেশন ট্রিটমেন্ট সেন্টার

মাল্টিস্পেশালিটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। অত্যাধুনিক রিসার্চের ভিত্তিতে ক্রনিক অসুখের অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
এম.ডি, হোমিও (ধন্বন্তরী)
সভাপতি ঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থ সারথি মল্লিক
বি.এইচ.এম.এস (হোমিও)

ক্যানসার, করোনা পরবর্তী জটিলতা, করোনা বা ইনফ্লুয়েঞ্জাঘটিত ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, পোষ্ট করোনা লাং ফাইব্রোসিস, পেটের রোগ, নাক, কান, গলা, চোখ, স্ত্রীরোগ, ত্বকের রোগ, হাঁপানি ও অন্যান্য শ্বাসনালীর অসুখ, হৃদরোগ, নেফ্রোলজি ও ইউরোলজি, মেটাবলিক ডিজিজ, অর্থোপেডিক, মানসিক চিকিৎসা টিউমার প্রভৃতির হোমিওপ্যাথি ঔষধের সাহায্যে বিনা অস্ত্রোপচারে চিকিৎসা করা হয়।

মল্লিক হোমিও হল

(সর্বাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র)
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
শাখা-৮৮/১, দমদম রোড, (দমদম কুইন বিল্ডিং-দোতলায়) কলকাতা-৩০
• E-mail : mallick2007@gmail.com; • Web : www.drpmallick.com

ঃঃ ডাক্তারবাবু মেদিনীপুরে রোগী দেখবেন ঃঃ
পাঁশকুড়া ঃ 02/09/2025 মেদিনীপুর শহর ঃ 09/09/2025 শ্রীনগর ঃ 16/09/2025

9830023487, 9088633308, 8371025505

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Chenbanu Bibi স্বামী- Late Saktar Sekh. মেয়ের নাম- Tara Khatun. গ্রাম-বলরামপুর, পোষ্ট-ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা-কীর্ণাহার (পূর্বে লাভপুর), জেলা-বীরভূম। ভুলবশত আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম Nenbanu Bibi ও আমার স্বামীর নাম Sattar Sk হওয়ায়, গত-২৫-০৮-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আমি Chenbanu Bibi, Nenbanu Bibi ও আমার স্বামী late Saktar Sekh, Sattar Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Chenbanu Bibi স্বামী- Late Saktar Sekh. ছেলের নাম- Abdul Sekh. গ্রাম-বলরামপুর, পোষ্ট-ব্রাহ্মণ পাড়া ,থানা-কীর্ণাহার (পূর্বে লাভপুর), জেলা-বীরভূম। ভুলবশত আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম Nenai Bibi হওয়ায়, গত-২৫-০৮-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আমি Chenbanu Bibi ও Nenai Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Shahana Shahid** W/o, Shahid Anwar R/o, M-66, Dinu Mistri Bagan Lane, P.O. - Garden Reach, P.S. - Metiabruz, Kolkata - 700024 do hereby solemnly affirm and declare that my real & correct name is Shahana Shahid W/o, Shahid Anwar which is correctly recorded in all my relevant documents (Voter ID, Aadhaar & PAN Card) etc. But inadvertently in my High Madrasah Certificate my name has been recorded as Shahana Khalil D/o, Late khalil Ahmed Siddique instead of my real & correct name Shahana Shahid W/o, Shahid Anwar issued by W.B. Board of Madrasah Education. That **Shahana Shahid W/o, Shahid Anwar** and **Shahana Khalil D/o, Late Khalil Ahmed Siddique** is the same and one identical person vide Affidavit No.19 dated 30.07.2025 before the LD Notary public at Alipore.

নাম-পদবী

আমি Nazrul Islam Sk, পিতা- Ajed Ali Sekh, গ্রাম- বাবলাবোনা, পোঃ- কে.এম.পাড়া, থানা- রানীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, যা আমার আধার কার্ডে আছে। ব্যঙ্ক খাতা নং- 031386164 এতে আমার নাম Nazrul Islam আছে। বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nazrul Islam Sk এবং Nazrul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Tapash Bhowmik পিতা Late Brojendra Bhowmik নিবাস ৫/৭০ A, বিজয়গড়, পোঃ- রিজেন্ট এস্টেট, কোল-৯২, গত ২৮.০২.২০২৫ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (১৬৩৭৭) আমি Tapash Bhowmik, Tapash Kumar Bhowmick, Tapas Bhowmick, Tapas Kumar Bhowmick ও Tapash Bhowmick এক অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী কাঁদন সরেন**, পিতা- স্বর্গীয় রামেশ্বর সরেন, পেশা- কৃষিকার্য্য, সাং- বসিপুর, পোঃ-জোলকুল থানা- গুড়াপ, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৩-র স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তি তপশীল উপজাতি (Schedule Tribe) শ্রেনী ভুক্ত হইতেছেন। উক্ত ব্যক্তি হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীন ১৪২ নং জে.এল. ভুক্ত **বসিপুর মৌজাস্থিত** সাবেক ও হাল দাগ- ৪৫, হাল ২৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত **১৭ শতক** পরিমিত সম্পত্তির মালিক ও ভোগ দখলীকার হইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহন করিয়া বর্তমান সর্ব্বোচ্চ বাজারোচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার সহিত অথবা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় দাবী দাওয়া বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)
শিবপুর, খাজুরদহ, হুগলী, ৭১২১৪৯
মো:-৭০০৩৭১৬৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী সকাল সরেন**, পিতা-স্বর্গীয় সুকলাল সরেন, পেশা- কৃষিকার্য্য, সাং- বসিপুর, ও পোঃ- জোলকুল, থানা- গুড়াপ, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৩-র স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তি তপশীল উপজাতি (Schedule Tribe) শ্রেনী ভুক্ত হইতেছেন। উক্ত ব্যক্তি হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীন ১২৬ নং জে.এল. ভুক্ত **গুড়াপ মৌজাস্থিত** সাবেক ও হাল দাগ- ৮৬৩, হাল ২৫৯৫ নং খতিয়ান ভুক্ত **০৭ শতক** পরিমিত সম্পত্তি মালিক ও ভোগ দখলীকার হইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহন করিয়া বর্তমান সর্ব্বোচ্চ বাজারোচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার সহিত অথবা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় দাবী দাওয়া বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে ।

শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)
শিবপুর, খাজুরদহ, হুগলী, ৭১২১৪৯
মো:-৭০০৩৭১৬৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী নিমাই সরেন**, পিতা- স্বর্গীয় কার্ত্তিক সরেন, পেশা- কৃষিকার্য্য, সাং- বসিপুর, পোঃ- জোলকুল, থানা- গুড়াপ, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৩-র স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তি তপশীল উপজাতি (Schedule Tribe) শ্রেনী ভুক্ত হইতেছেন। উক্ত ব্যক্তি হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীন ১২৬ নং জে.এল. ভুক্ত **গুড়াপ মৌজাস্থিত** সাবেক দাগ - ৮৭৪, সাবেক ৪৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত **২৪ শতক** ও সাবেক দাগ- ৮৬৭, সাবেক ৫৫৩ নং খতিয়ান ভুক্ত **১৩ শতক** পরিমিত সম্পত্তি মালিক ও ভোগ দখলীকার হইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহন করিয়া বর্তমান সর্ব্বোচ্চ বাজারোচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার সহিত অথবা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় দাবী দাওয়া বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)
শিবপুর, খাজুরদহ, হুগলী, ৭১২১৪৯
মো:-৭০০৩৭১৬৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **জয় হেমব্রম**, পিতা ৺ফকির হেমব্রম, সাকিম স্টেশন বাজার, খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৫৭, মহাশয় তাহার তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, ১০৬ নং জে.এল. ভুক্ত, দৌলতপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ৫৬০ নং খতিয়ানে, ৩৩৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৮৯৭২৮৬৮০২৬) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী মদন সরেন**, পিতা- স্বর্গীয় মোহন সরেন, পেশা- কৃষিকার্য্য, সাং-সুরৎসিংপুর, পোঃ- কাঁকড়াখুলী, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২৩০২-র স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তি তপশীল উপজাতি (Schedule Tribe) শ্রেনী ভুক্ত হইতেছেন। উক্ত ব্যক্তি হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীন ১৬৬ নং জে.এল. ভুক্ত **দুর্গাপুর মৌজাস্থিত** সাবেক দাগ - ৭০১, হাল ৬২১ নং দাগে, হাল ১৩৮ নং খতিয়ান ভুক্ত **১৯ শতক** পরিমিত সম্পত্তি মালিক ও ভোগ দখলীকার হইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহন করিয়া বর্তমান সর্ব্বোচ্চ বাজারোচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার সহিত অথবা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় দাবী দাওয়া বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)
শিবপুর, খাজুরদহ, হুগলী, ৭১২১৪৯
মো:-৭০০৩৭১৬৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমি **শ্রী পুষ্কর বেলেল**, পিতা স্বর্গীয় পশুপতি বেলেল, সাং মল্লিকহাটী, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২১২৪। আমি Enrolment Certificate পাইবার জন্য West Bengal Law Clerks State Council এ দরখাস্ত করিয়াছি, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে Chairman, West Bengal Law Clerks State Council, 1 Beleghata Road, Sealdah Court Complex, 7th Floor, এখানে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে আমি শ্রী সুবীর কুমার সাঁতরা, পিতা শ্রী রামপদ সাঁতরা, সাং- কে. এম. ডি. এ. রোড, বউবাজার, পোঃ – খলিসানী, থানা – ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১৩৮। আমি Enrolment Certificate পাইবার জন্য West Bengal Law Clerks State Council এ দরখাস্ত করিয়াছি, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে Chairman, West Bengal Law Clerks State Council, 1 Beleghata Road, Sealdah Court Complex, 7th Floor, এখানে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

লিখিতং, ১) শ্রীমতি গৌরী দাস স্বামী সুবলচন্দ্র দাস, সাং ও পো:- বোল্লব, থানা দেবগ্রাম, জেলা নদীয়া, ২) শ্রীমতি রমা সরকার স্বামী ছোটু রঞ্জন সরকার সাং ও পো: ও থানা গঙ্গারামপুর, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর, ৩) বঙ্কিম চন্দ্র দাস, ৪) বিপুল চন্দ্র দাস, ৫) দেবাশীষ দাস, ৬) গৌতম দাস, ৭) বাপি দাস সকলের পিতা-মৃত বীরেন্দ্রনাথ দাস সকলের পক্ষে গত ইং ৯/০১/২০০৯ তারিখে লালবাগ মুনসেফ আদালতে ৫৩/০৯ নং রেজিস্টিকৃত আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রীমতি নমিতা রানী দাস, স্বামী মৃত বীরেন্দ্র নাথ দাস, সাং বড়নগর, থানা জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ তিনি গত ইং ২৪/০৪/২০০৯ তারিখের আজিমগঞ্জ এ ডি এস আর অফিসের ১১১২ নং দলিলে শ্রী ভোলানাথ মন্ডল পিতা-মৃত ছেদু মন্ডলের নিকট জিয়াগঞ্জ থানার অধীনস্থ ২৪০ নং বড়নগর মৌজার হাল খতিয়ান ৩২৪৮, সাবেক দাগ ৩৯৮, হাল দাগ ৮৩২, পরিমাণ ০.৬৬ একর জমি বিক্রয় করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা ও কবলা দলিল দ্বারা ভোলানাথ মন্ডল রেকর্ড করিলে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আমার মক্কেল শিখা রায় স্বামী ৺জীবেশ রায়, জে এল ২১৬ লোকপুর মৌজায়, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত ২২৬ নং দাগে ০.০০৪০ একর জায়গা DSR Bankura দ্বারা রেজিস্ট্রি কৃত ৫৬৬০/২৩ নং কোবালা দলিল মূলে ADSR Bankura দ্বারা রেজিস্ট্রি কৃত ৩২৪২/২০ নং আমমোক্তারনামায় (দাতা-কেতকী দাস @ কেতকী দাসমুসিব স্বামী ৺শক্তিসরন দাস, প্রিয়ব্রত দাস @ প্রিয়ব্রত দাসমুসিব, শুভব্রত দাস @ শুভব্রত দাসমুসিব, সৌমব্রত দাস @ সৌমব্রত দাসমুসিব, সর্বপিতা ৺শক্তিসরন দাস, কৃষ্ণা পাল স্বামী ৺দীনেশ পাল, দীপান্বিতা বিশ্বাস স্বামী জয়দেব বিশ্বাস গ্রহীতা-অভিজিৎ দাস পিতা সুভাষ চন্দ্র দাস, চন্দন দাস পিতা ৺শৈলেন দাস) ক্রয় করে নিজ নাম পত্তনের জন্য বাঁকুড়া ১ BL & LRO-য় আবেদন করবেন, কারও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Sukumar Mallick, Advocate
District Judge's Court, Bankura
E. No.-340/2001 of W.B

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে আগস্ট, ১৩ ই ভাদ্র, শনি বার। সপ্তমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধে র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা, মৃতে চতুস্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্দ। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বুথভিত্তিক ভোটার পুনর্বিন্যাস ও নির্বাচনী প্রস্তুতি বৈঠকে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের দপ্তরে শুক্রবারের সর্বদলীয় বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল বুথভিত্তিক ভোটার পুনর্বিন্যাস ও নির্বাচনী প্রস্তুতি। কিন্তু আলোচনার আনুষ্ঠানিক কাঠামো ছাপিয়ে সামনে এল নতুন রাজনৈতিক স্লোগান; তৃণমূলের 'নো এসআইআর', আর তার পাল্টা বিজেপির হুঙ্কার 'নো এসআইআর, নো ভোট'।

বৈঠক শেষে তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, বুথ বিভাজন নিয়ে তাঁদের দলের আপত্তি নেই। তাঁর কথায়, আগে একটি বুথে ১৫০০ ভোটার থাকতেন, এখন থেকে তা হবে ১২০০। এতে মানুষের সুবিধা হবে, কারণ ভোটকেন্দ্র ঘরের কাছেই পাওয়া যাবে। তবে কমিশন যেন ভোটার সংখ্যা কমানোর চেষ্টা না করে। একই সঙ্গে তিনি কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, আমরা মানুষের কথা বলি, অন্যরা নিজেদের দলের স্বার্থ রক্ষায় আসে। কমিশনের অন্তত নিরপেক্ষ থাকা উচিত।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বৈঠকে ঢুকলেন গলায় ঝোলানো 'নো এসআইআর' লেখা পোস্টার নিয়ে। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডার শব্দ। যদিও তৃণমূল তা এড়াতে চাইছিল, বিরোধীরা স্পষ্ট বার্তা দিলেন; বাংলায় এসআইআর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

তবে এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট বিজেপির। এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট মতামত 'নো এসআইআর, নো ভোট'। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এসআইআর চালু না হলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া যাবে না বলে বিজেপি হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি এই ইস্যুকে শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না, বরং সাংবিধানিক প্রশ্নে পরিণত করতে চাইছে।

ফলে কমিশনের ডাকা বৈঠকে বুথ বৃদ্ধির প্রযুক্তিগত আলোচনা চাপা পড়ে গেল এসআইআর বিতর্কে। তৃণমূল যেখানে কৌশলে 'নো এসআইআর' স্লোগানকে সামনে রাখল, সেখানে বিজেপি আরও এক ধাপ এগিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিল; 'এসআইআর না হলে ভোটই নয়।

প্রশ্ন এখন একটাই, ২০২৫-এর ভোটের আগে এই স্লোগান যুদ্ধেই কি বাঁধবে রাজ্যের আসল রাজনৈতিক সংঘাত?

কলকাতা পুলিশের আইনি পরামর্শদাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের (হাইকোর্ট) প্রবীণ সরকারি আইনজীবী দেবকী নন্দন মাইতি কলকাতা পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড গ্রিভান্স রিড্রেসল সেন্ট্রাল কমিটি- এর আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এখন থেকে তিনি কলকাতা পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড গ্রিভান্স রিড্রেসল সেন্ট্রাল কমিটি-এর হয়ে আইনি পরিষেবা প্রদান করবেন বলে জানা গিয়েছে।

কিংবদন্তি মেজর ধ্যান চাঁদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড তাদের কলকাতার কর্পোরেট হেড কোয়ার্টারে কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যান চাঁদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর ডঃ বিনয় রঞ্জন, ডিরেক্টর অফ ফিনান্স মুকেশ আগরওয়াল, ডিরেক্টর অফ টেকনিক্যাল অচ্যুত ঘটক-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এই দিনটি স্মরণীয় রাখতে, ডঃ বিনয় রঞ্জন কর্মীদের ফিট থাকার অঙ্গীকার পাঠ করান, যা কোল ইন্ডিয়ার কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং সক্রিয় জীবনধারা চালানোর ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হবে বলে উল্লেখ করেন।

টিটাগড়ে একাধিক বাড়িতে চুরি, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নবোদয়পল্লি ও বিবেকনগরে একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নবোদয় পল্লির একটি বাড়ি হানা দিয়ে তালা ভেঙে লুটপাট চালিয়েছে চোরের দল। যদিও কেউ টের পায়নি। পরিবারে সদস্য সমীর শেঠ জানান, বাড়ির ছাদ থেকে চোরেরা উঠে নিচে নেমে ঘরের তালা ভেঙে লুটপাট চালিয়েছে। তাঁর দাবি, আলমারি থেকে সোনার গয়না-সহ দেড় কেজি রুপোর গয়না খোয়া গিয়েছে। সবমিলিয়ে ১২-১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গয়না লুট করেছে চোরেরা। অভিযোগ, বিবেকনগরে এক গৃহস্থের বাড়িতে ঘুমন্ত বধূর গলা থেকে সোনার চেন খুলে নিয়েছে চোরেরা। শুধু তাই নয়, বিবেকনগর এবং নবোদয় পল্লিতে একাধিক বাড়িতে তালা ভেঙে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল চোরেরা বলে অভিযোগ। কিন্তু বাড়ির লোকজন সজাগ থাকায় চোরদের চেষ্টা বিফলে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিমত, চোরেরা চুরি করতে এসে চেতনানাশক কিছু স্প্রে করেছিল। যদিও শুক্রবার সকালের দিকে ওই এলাকায় দু'জনকে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে দুজনকে আটক করে নিয়ে যায়। তবে বিবেকনগর ও নবোদয় পল্লিতে চোরেদের তাণ্ডবে আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

সাঁতরাগাছি ও বিদ্যাসাগর সেতুতে কাজ, ৩১ অগস্ট হাওড়ায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহের রবিবার দিনভর হাওড়ায় চলবে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল ও বিয়ারিং বদলের কাজের জন্য সকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক রাস্তা বন্ধ ও ঘুরপথে চালানো হবে যান চলাচল। হাওড়া সিটি পুলিশ শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, জনস্বার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী; কোলাঘাট কিংবা ডানকুনি থেকে কলকাতামুখী গাড়ি আর কোনওভাবেই কোনার এক্সপ্রেসওয়ে বা বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার করতে পারবে না। তাঁদের বিকল্প পথ হিসেবে ধুলাগড়, নিবড়া, সলপ হয়ে বিবেকানন্দ সেতু ধরতে হবে। একইভাবে কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী গাড়ি দ্বিতীয় হুগলি সেতু ব্যবহার করতে চাইলে হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ধরে ঘুরতে হবে। কোলাঘাটমুখি ছোট গাড়ির জন্য খোলা রাখা হয়েছে কাজীপাড়া, জিটি রোড, আন্দুল রোড হয়ে এনএইচ ১৬। আর ডানকুনিমুখী ছোট গাড়ির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে হ্যাং সাং ক্রসিং, শৈলেন মান্না সরণি, আমতা রোড, সলপ হয়ে সিসিআর ব্রিজ, মৈতীপাড়া পর্যন্ত রুট। তবে বিকল্প হিসেবে কাজীপাড়া হয়ে বালি, জিরো পয়েন্ট হয়ে ডানকুনি যাওয়ার পথও খোলা থাকবে।

সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য আলাদা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিবড়া দিক থেকে আসা ছোট গাড়ি জগাছা, মাহিয়ারি রোড ব্যবহার করতে পারবে। অন্যদিকে কাজীপাড়া বা হ্যাং সাং ক্রসিং থেকে আসা ছোট গাড়িকে বিশেষ অনুমতি দিয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশন পর্যন্ত কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকতে দেওয়া হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সারাদিন এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে। যাত্রী ও চালকদের অগ্রিম সতর্ক থেকে বিকল্প রুট বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুজো মণ্ডপে রক্তাক্ত রাত, ছুরির কোপে প্রাণ গেল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলো, গান আর উৎসবের ভিড়। চারদিকে বাজছে ঢাক, পুজোর ভক্তিমূলক সুর। এর মধ্যেই আচমকা ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। লিলুয়ার পটুয়াপাড়ার গণেশ পুজোর মণ্ডপ হল এক মর্মান্তিক ঘটনা। সামান্য বচসার জেরে প্রাণ গেল সৌভিক দত্তের (২৬)। ছুরির কোপে ক্ষতবিক্ষত গলায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল চিৎকারে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পটুয়াপাড়া শিশু ও তরুণ সমাজ ক্লাবের পুজোয় বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ খাওয়াদাওয়ার সময়ে প্রথমে ঝগড়া বাঁধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অভিযুক্ত অমিত রায়চৌধুরী এক যুবককে মারধর করছিল। সৌভিক সেখানে এগিয়ে গিয়ে বাধা দিতেই শুরু হয় বচসা। মুহূর্তের উত্তেজনায় অমিত হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বার করে সৌভিকের গলায় আঘাত করে বসে। চোখের সামনে ধপাস করে পড়ে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে যান উপস্থিত সবাই। দ্রুত হাওড়ার টিএল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা জানান, ততক্ষণে সব শেষ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লিলুয়া থানার পুলিশ। রক্তমাখা ছুরি-সহ অমিতকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে তারা।

বাজি নিয়ে পুজোর মুখে টনক সরকারের

বিপ্লব চক্রবর্তী

এবারে কলকাতায় গ্রিন বাজি হাব গড়ার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। পাশাপাশি, ছ'টা জেলায় ছ'টা ক্লাস্টারের অনুমোদন দেওয়া হল। শুক্রবার নবান্নে আতশবাজি নিয়ে একটি উচ্চপর্যয়ের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারেরা। উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধিরা। দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর আগে এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কার্যত, একের পর এক বাজি বিস্ফোরণের পর টনক নড়েছে সরকারের। পুজোর মরসুমে যাতে অপ্রীতিকর অবস্থা না ঘটে তার জন্য পুরনো ঘোষিত ক্লাস্টারের ছাড়পত্র দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী প্রায় এক বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন ক্লাস্টার তৈরির। কিন্তু তা নিয়ে টালবাহানা চলছিল।. বৈঠকে ক্লাস্টার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল। ছ'টা জেলায় বাজি ক্লাস্টার তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। ছটা জেলা হল, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ। এছাড়াও বাজি হাব গড়ার জন্য বাজি ব্যবসায়ীদের কাছে কলকাতায় একটা জায়গা দেখার প্রস্তাব দেওয়া হল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। জানানো হলো যে, জমি চিহ্নিত হলে বাজি হাব তৈরির দ্রুত কাজ শুরু হবে। এই বাজি হাবে থাকবে ৩০ থেকে ৩৫ টি দোকান।

৩৬৫ দিন বাজি বিক্রি হবে হাবে। মূলত, বাজি হাবে সব বিক্রি হবে গ্রিন বাজি। সারা বাংলা আতসবাজি সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, বাজি হাব ও ক্লাস্টার তৈরি নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। পুজোর মুখে মুখে সরকার আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩০ অগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

রাজপথে ওবিসি অধিকার যাত্রা ঘিরে ধুন্ধুমার, গ্রেপ্তার একাধিক বিজেপি নেতা

তীব্র ধিক্কার জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল উত্তেজনা। বিজেপির ডাকা ওবিসি অধিকার যাত্রা কর্মসূচি ঘিরে রাজপথে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ বাধা দিয়ে একাধিক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এর পরেই ক্ষোভে ফুঁসলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার দুপুর ১২টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। যদিও পুলিশের তরফে এই কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনুমতি ছাড়াই রাস্তায় নামেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।

এবিষয়ে এক্স-এ তীব্র আক্রমণ শানিয়ে সুকান্ত মজুমদার লেখেন, দলদাস কলকাতা পুলিশকে ব্যবহার করে ওবিসি অধিকার যাত্রা কর্মসূচি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক তথা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি অজিত দাস এবং উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ-সহ লড়াকু কার্যকর্তাদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সুকান্তের আক্রমণ, হিন্দু ও ওবিসি বিরোধী ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই ধিক্কার। শুক্রবারের ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, শাসকদল প্রশাসনকে হাতিয়ার করে বিরোধী স্বর দমন করতে চাইছে। অপর দিকে পুলিশ সূত্রে খবর, অনুমতি ছাড়া রাস্তায় মিছিল নামায় জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় আটক করা হয়েছে নেতাদের।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে ওবিসি মামলা নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়েছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু এতে আমাদের দোষ নেই। কোর্টে কেস করেছে দু'নম্বরি লোকেরা। তোমরা রাজনীতি পারো না, ব্যাকডোরে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রাখো।

শ্রমশ্রী নয়, কর্মসংস্থানের শ্রীবৃদ্ধি চাই
মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির রাজ্য রাজনীতির কণ্ঠস্বর আরও একবার ঝাঁজালো হল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার এক্স-এ তৃণমূল সরকারের শ্রমশ্রী প্রকল্পকে আক্রমণ শাণিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন।

পুরুলিয়া স্টেশনের এক ছবি শেয়ার করে শুভেন্দুর অভিযোগ, আমার প্রিয় জেলা পুরুলিয়ার শত শত যুবক ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছে। মাসে পাঁচ হাজার টাকার ঢপের 'শ্রমশ্রী' ভাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে তারা বাইরে গিয়ে অনেক বেশি আয় করছে।

তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আমলে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের বেহাল দশা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তরুণদের অন্য রাজ্যে পরিযায়ী হতে হচ্ছে। আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, ভারতের কোনো প্রান্তে বাঙালি হেনস্তা হচ্ছে না, অস্মিতা আক্রান্ত হচ্ছে না। এগুলো সবই আপনার মনগড়া, ভোট রাজনীতির চাল।

শুভেন্দুর খোঁচা, মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই শ্রমিকদের রাজ্যে আটকে রাখতে চান, তবে ভোটমুখী ভাতা প্রকল্প নয়, স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। তিনি আক্রমণ শানিয়ে লেখেন, আপনি সেটা পারবেন না। হলে অনেক আগেই করে দেখাতেন। এখন নির্বাচনের আগে প্রলোভন দেখিয়ে ভোটার টানার চেষ্টা করছেন।

বিরোধী দলনেতার দাবি, আগামী বছর বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার কর্মসংস্থানের চিত্র পাল্টে যাবে। তখন যুবকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না, নিজের রাজ্যেই কাজ মিলবে। সেই দিন আর দূরে নয়, আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু।

তৃণমূল সাংসদের মন্তব্যে ফুঁসছে রাজ্য বিজেপি, অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সাংসদের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল রাজ্য বিজেপি। সল্টলেকের দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। রাজ্য বিজেপির বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য প্রমাণ করে তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আসলে 'মেরে ফেলা, কেটে ফেলা'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিজেপির দাবি, এই সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে এ রাজ্যে শাসকদলের বিদায় এখন সময়ের দাবি। রাজ্য বিজেপি অভিযোগ করে, অনুপ্রবেশ রোধে বর্তমান সরকারের কোনও সদিচ্ছাই নেই।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে বহু জায়গায় ফেন্সিং অসম্পূর্ণ পড়ে আছে। কেন্দ্র প্রয়োজনীয় জমি চাইলে রাজ্য সরকার তা দিচ্ছে না, অথচ বরাদ্দ অর্থ অন্যত্র খরচ করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকায় অনুপ্রবেশকারীরা সহজেই ঢুকে পড়ছে, আর রাজ্যের শাসকদল ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য তাদের আশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড তৈরির রমরমা চলছে। এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যেমন বিপন্ন হচ্ছে, তেমনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও আঘাতপ্রাপ্ত। রাজ্য বিজেপি জানিয়েছে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সাংসদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর পদক্ষেপে যাবে তারা।

রেললাইনের পাশে মহিলার দেহ উদ্ধার

■ মহেশতলার সন্তোষপুর পাহাড়পুর রোডের রেললাইনের পাশে উদ্ধার এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ। এই ঘটনা সর্বপ্রথম নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরপর মহেশতলা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় এবং জিআরপি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে মহেশতলা থানা পুলিশ ও জিআরপি এসে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'আমরা দূর থেকে প্রথমে বিষয়টা বুঝতে পারেননি। পরে কিছুটা কাছে গিয়ে দেখি, ওটা একটা মহিলার দেহ। তারপর জিআরপি-র কাছে খবর যায়।' এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম রিঙ্কু সমাদ্দার (৩৯)। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে রিঙ্কুর বাড়ি কলকাতা যাদবপুরে। ইতিমধ্যেই মহেশতলা থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কীভাবে ও কেন ওই মহিলা যাদবপুর থেকে মহেশতলা সন্তোষপুর এলেন বা আদৌ কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এটা কোনও খুনের ঘটনা কি না তাও। পাশাপাশি এর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রিঙ্কুর সঙ্গে কারোর কোনও সম্পর্ক ছিল না, এর পিছনে কোনও প্রেমঘটিত বিষয় রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারেও খোঁজ নিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এ ব্যাপারে আপাতত রিঙ্কুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

আসল-নকল...। কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

গ্রুপ সি ও ডি পদে আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারি এসএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার গ্রুপ সি ও ডি পদে আবেদনের বিজ্ঞপ্তি দিল এসএসসি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রথম রাজ্যস্তরের সিলেকশন -এর মাধ্যমে নিয়োগ হবে গ্রুপ সি (ক্লার্ক) ও গ্রুপ ডি পদে। এসএসসি জানিয়েছে, গ্রুপ সি (ক্লার্ক)-এর ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯ এবং গ্রুপ ডি-এর ক্ষেত্রে শূন্যপদ ৫৪৮৮। একইসঙ্গে এসএসসির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত করা যাবে আবেদন। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন জানানো যাবে। তবে ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এর পাশাপাশি কমিশনের তরফে বলা হয়েছে নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও পুরো কর্মসূচি দেখা যাবে www.westbengalssc.com ওয়েবসাইটে।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, চাকরিহারা যোগ্যরা আবেদন করতে পারবেন বলে সূত্রের খবর। সঙ্গে আবেদন করবেন নতুনরা। তবে এ ব্যাপারে ৩১ অগস্ট বিস্তারিত জানাবে এসএসসি। তবে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার কোনও তারিখ, বা সূচি সামনে আনা হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে যে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই চাকরি বাতিল হয়েছিল। পুরো প্যানেলটাই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, সব জায়গাতে আবেদন-নিবেদন করা হলেও চাকরি আর ফেরেনি।

অন্যদিকে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে থাকার সুযোগ পেলেও চাকরিহারা গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য এমন কোনও সুযোগ হয়নি। অন্যদিকে রাজ্য ভাতা দেওয়া সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এমতাবস্থায় ফের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চাকরিহারাদের বেশ কিছুটা স্বস্তি দেবে বলেই ধারনা শিক্ষা মহলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেরই।

সম্পর্কের টানাপোড়েন, বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লেদার কমপ্লেক্সের বাইরে এক মহিলা শ্রমিককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। লেদার কমপ্লেক্সের দুই নম্বর গেটের ৬ নম্বর প্লটের কাছে রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকারই অন্য শ্রমিকরা। এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত শ্রমিকের নাম বিলকিস বিবি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিলকিস বিবি কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের ৫৪৮ নম্বর ট্যানারিতে বিগত পাঁচ বছর ধরে কাজ করতেন। পাশের ট্যানারিতে কাজ করেন তাঁর স্বামী করিম গাজি। স্বামী-স্ত্রী থাকতেন ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে বাড়ি ভাড়া করে। করিমের দ্বিতীয় স্ত্রী বিলকিস। প্রত্যেকদিন করিম ও তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে কাজে আসতেন ও বাড়ি ফিরতেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধেয় কাজ শেষে ট্যানারি থেকে বাইরে বেরোন বিলকিস। তারপরই তাঁর চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন অন্য শ্রমিকরা। দৌড়ে আসেন করিমও। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন বিলকিস। খবর পেয়ে আসে লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। প্রথমে বিলকিসকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। পুলিশের অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বিলকিসকে।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে অপারগ শোভন চট্টোপাধ্যায়

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা খারিজ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৭ সালে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের করা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা খারিজ করল আদালত। অন্যদিকে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের করা একসঙ্গে থাকার আবেদন তাও আদালত খারিজ করে দিল। আইনিভাবে বিচ্ছেদ হল না বহু চর্চিত শোভন-রত্নার বিবাহ।

সূত্রের খবর, শোভন চট্টোপাধ্যায় যে আবেদন করেছিলেন সেগুলো আদালতে তিনি একটিও প্রমাণ করতে পারেননি। শোভনবাবু হিংসার যুক্তি দেখিয়ে যে মামলাটি করেছিলেন, যেমন রত্না চট্টোপাধ্যায় নিজের বাচ্চাদের দেখেন না, টাকা পয়সা নয়ছয় করেন; এগুলো কোনওটাই আদালতে প্রমাণ করতে পারেননি। তার জন্য বিচারক আইনিভাবে বিবাহবিচ্ছেদ হবে না জানিয়েছেন।

এই সঙ্গে বিচারক জানিয়েছেন, দু'জনে পৃথক থাকবেন। রত্না চট্টোপাধ্যায় চেয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘর করতে, সেটাও খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা গত আট বছরে নানা বাঁক পেরিয়েছে। আদালতে শুনানি থাকলে শোভনের সঙ্গে যেতেন বৈশাখীও। দু'জনকেই দেখা যেত রং মিলিয়ে পোশাক পরেছেন। আর রত্না যেতেন তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে। শোভনের তরফে একবার এমনও অভিযোগ তোলা হয়েছিল, রত্না বেহালার কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের এনে হুমকি দিয়েছেন। পাল্টা রত্না বলেছিলেন, 'পাগলেও এ কথা বিশ্বাস করবে না।'

ছাত্রী-শিক্ষিকা থেকে সাংবাদিক, নারীর প্রতি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভব্যতা, বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনীতিতে ফের বিস্ফোরক অভিযোগের ঝড়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশ্যে আসা এক ভিডিও শেয়ার করে কটাক্ষে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে লিখলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এক রাশ লজ্জা!

শুভেন্দুর অভিযোগ, ভাইপো বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশকারায় লালিত-পালিত হয়েছে বহু নরকের কীট। কসবা ল'কলেজ-সহ রাজ্য জুড়ে টিএমসিপি ছাত্রনেতারা অনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল করে মহিলা শিক্ষার্থীদের প্রতি যে ন্যক্কারজনক আচরণ করে আসছে, তারই প্রতিফলন এবার দেখা গেলো এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে অভব্যতায়। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, এর আগের দিনই একজন শিক্ষিকা, মায়ের বয়সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকেও নোংরা ভাষায় 'বেহায়া' বলে অপমান করতে দ্বিধা করেনি এরা। এ যেন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অবক্ষয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে রাজ্যের ছাত্র রাজনীতিতে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনাই প্রমাণ করছে তৃণমূলের আসল চরিত্র। শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তা, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের সঙ্গে এহেন আচরণ গোটা বাঙালি সমাজকে মাথা হেঁট করে দিল লজ্জায়, সারা দেশের সামনে। বিজেপি শিবিরের দাবি, শাসকদলের ছাত্র সংগঠন রাজ্যজুড়ে শিক্ষাঙ্গনকে আতঙ্কের পরিবেশে ঠেলে দিয়েছে, আর এর নেপথ্যে আছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বই।

ধৃত যুবক

■ তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তিন লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর মায়াপল্লির ঘটনা। বৃহস্পতিবার ওই তরুণী নোয়াপাড়া থানায় রতন রাজবংশী নামে ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওইদিন রাতেই অভিযুক্ত যুবক রতন রাজবংশীকে গ্রেপ্তার করেছে। তরুণী জানান, তিন-চার বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওই যুবক শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করছিল।

বিক্ষোভ এবিভিপি'র

■ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বাতিল করা সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি),র কলকাতা মহানগরের পক্ষ থেকে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এবিভিপি কলকাতা মহানগরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ অগস্ট পরীক্ষা বাতিল করার বিরুদ্ধে, ছাত্র সমাবেশে সাংবাদিকের উপর হেনস্তার প্রতিবাদে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থ্রেট কালচার রুখে দিতে এবং ছাত্র নির্বাচন ও ভর্তি বন্ধ করে শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এবিভিপি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

চাকরিহারা ৪২০০ জনকে পুরনো পদে পুনর্বহালের প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে যাঁরা আগে অন্য কোনও চাকরিতে বহাল ছিলেন, তাঁদের সেই পুরনো পদে পুনর্বহাল করতে হবে। এবার সেই পুনর্বহালের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। সূত্রে খবর, প্রায় ৪২০০ জনকে ফেরানো হচ্ছে তাঁদের আগের চাকরিতে। এ ব্যাপারে শুক্রবারই পুনর্বহালের জন্য চিঠিও পাঠাচ্ছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের কাছে এই মর্মে আলাদা ভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগের সময় বহু প্রার্থী তাঁদের পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরিতে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক। এবার সেই তালিকা অনুযায়ী তাঁদের ফের আগের চাকরিতে পাঠানো হবে বলেই জানা গেছে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা জানান, 'পুনর্বহালের জন্য ঠিক কতজনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বলা না-গেলেও, ইতিমধ্যেই এই কাজ আমরা শুরু করেছি।' স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, তালিকা হাতে পেলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলি আগামী সপ্তাহ থেকেই নিয়োগপত্র বিলি শুরু করবে। অন্যদিকে নিয়োগের ব্যাপারে এসএসসি আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা নিতে চলেছে। তবে তার আগে শুক্রবারই পুরনো পদে ফেরানোর নির্দেশ জারি করতে চলেছে দপ্তর।

বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তা রদে মুখ পুড়ল তৃণমূলের, গর্জে উঠল রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য রাজনীতিতে ফের হাহাকার। বিজেপি বিধায়কদের সেন্ট্রাল সিকিউরিটি কভারকে বিধানসভায় ঢুকতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শেষমেশ আদালতের দ্বারেই ভেস্তে গেল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সব বিধায়ক সমান, বিধানসভা চত্বরে কোনও বৈষম্য চলবে না। এই একটিমাত্র পর্যবেক্ষণেই রাজ্যের শাসকদলকে কার্যত আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল আদালত।

রাজ্য বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল সরকার পরিকল্পিতভাবে বিজেপি বিধায়কদের সেন্ট্রাল সিকিউরিটি কভারকে বাইরে আটকে রেখেছিল। এটা ছিল নগ্ন পক্ষপাতিত্ব আর সাংবিধানিক নিয়মের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। কিন্তু আদালতের কড়া হস্তক্ষেপে সেই চালাকি এখন ধুলোয় মিশেছে। রাজ্য বিজেপি আরও জানায়, এই রায় প্রমাণ করল; বাংলার গণতন্ত্রকে যতই কোণঠাসা করুক তৃণমূল, সাংবিধানিক অভিভাবক এখনও আছেন। আদালতই এখানে জনগণের অধিকার ও সমতার নীতি রক্ষা করল।

সম্পাদকীয়

নারী সুরক্ষায় দেশের ‘লাস্ট বেঞ্চ বয়’ হল কলকাতা, বলছে সমীক্ষা

আরজি কর, কসবা ল’ কলেজ থেকে হালের কৃষ্ণনগরে ছাত্রী খুন। বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে কলকাতা-সহ এ রাজ্যের নারী সুরক্ষা। কিন্তু বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার জানিয়ে দিয়েছে ‘সব ঠিক হ্যায়’। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক মঞ্চে দাবি করেন, এ রাজ্যের মহিলারা নাকি দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ। কিন্তু এবার নারী সুরক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্টে চুপসে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ফোলানো বেলুন। রিপোর্ট বলছে, দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে নারী সুরক্ষার নিরিখে একেবারে তলানিতে কলকাতা। পাটনা ও দিল্লিও রয়েছে কলকাতার কাছাকাছি। নারী সুরক্ষার জাতীয় বার্ষিক রিপোর্টেই উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মত এই তথ্য। সমীক্ষা বলছে, দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য সবথেকে সুরক্ষিত শহর হল মুম্বই, কোহিমা। সম্প্রতি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন ওমেন্স সেফটি ২০২৫-এর সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন। সেই রিপোর্টই লজ্জায় ফেলে দিয়েছে বাঙালির সাধের কলকাতাকে। দেশের ৩১টি শহরের ১২ হাজার ৭৭০ জন মহিলার উপরে সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দেশের মধ্যে সবথেকে সুরক্ষিত শহর হল মুম্বই, কোহিমা, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, আইজল, গ্যাংটক ও ইটানগর। উটোদিকে, অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় রয়েছে রাঁচি, শ্রীনগর, কলকাতা, দিল্লি, ফরিদাবাদ, পাটনা, জয়পুরের নাম।সমীক্ষা বলছে দেশের প্রতি ১০ জন মহিলার মধ্যে মাত্র ৬ জন মহিলা নিজেদের শহরে সুরক্ষিত বোধ করেন। ৪ জন এখনও অসুরক্ষিত অনুভব করেন নিজের শহরে।সমীক্ষার অন্যতম উদ্বেগজনক দিক হল, বড় সংখ্যায় মহিলারা নিজের শহরের স্কুল, কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন থেকে বিনোদন কেন্দ্র, সব জায়গাতেই নিজেদের অসুরক্ষিত বোধ করেন। একাধিক ইস্যুতে চাপে থাকা বাংলার সরকার এই রিপোর্টে যে ফের নতুন করে চাপে পড়ল তা বলাই বাহুল্য।

শব্দবাণ-৩৭৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■		
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রযুক্তিবিদ ৪. কাহিনি, উপকথা ৫. জেল্লা ৭. প্রত্যহ, প্রায় ৯. ঢাকনিযুক্ত ছোট পেটিকাবিশেষ ১১. দক্ষ, কাজে নিপুণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বামনদেব ২. কলমের মোচ ৩. ঘষাঘষি ৬. (ব্যাক) বাক্যার্থ সম্পূর্ণকারিণী ৮. অসি ১০. খুন ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭২

পাশাপাশি: ১. কুঞ্জবাটিকা ৩. আমশি ৫. পরেশ ৭. বরং ৮. নোদন ১০. অরণ্যচর।

উপর-নীচ: ১. কুসুম ২. টিকাপরানো ৩. আজব ৪. শিবংকর ৬. শমন ৯. দস্তার।

জন্মদিন

আজকের দিন

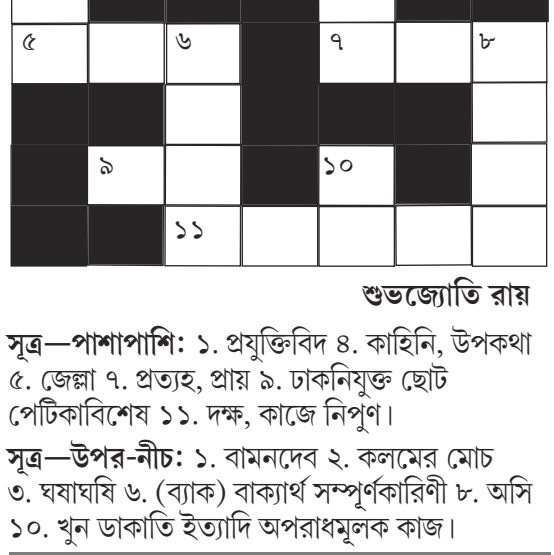

রবিশঙ্কর প্রসাদ

১৯২৩ *চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট গীতিকার শৈলেন্দ্রর জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রবিশঙ্কর প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের জন্মদিন।*

বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার পরিবারের দিকে আঙুল

শো-কজ তৃণমূলের মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁর সম্পাদককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিজেপি বিধায়কের পরিবার বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী অভিযোগ তুলে এবার বিপাকে তৃণমূল মতুয়া সংগঠনের সম্পাদক। শোকজ করা হল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে। নিয়ে শুরু এবার নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু।

বাংলাদেশি উদ্বাস্তু শরণার্থী নাগরিকদের জন্যই মূলত মতুয়াদের লড়াই দীর্ঘদিনের। যার মধ্যে তৃণমূলপন্থী মতুয়ারাই এবার বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিপাকে। বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার পরিবার অনুপ্রবেশকারী অভিযোগ তুলে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের প্যাডে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। এবার সেই তৃণমূলপন্থী মতুয়া সংগঠনের বনগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদককে শোকজ করলো অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুর। ঘটনার পরে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার প্রতিক্রিয়া, ‘উদ্বাস্তুদের হয়রানি করছে প্রসেনজিৎ, শোকজ নয় সাসপেন্ড করলে উপযুক্ত জবাব হতো।’

বিহারের পর এরাজ্য এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনক্ষণ ঠিক না-হলেও ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে অনলাইনে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকায় বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়কের নাম থাকলেও নাম নেই বিধায়কের বাবার। এমনি অভিযোগ তুলে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে ১১ অগস্ট অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। তাই এবার বিধায়কের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়ায় প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে শোকজ করলো অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। শোকজের কথা জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুর। মমতা ঠাকুরের দাবি, ‘মতুয়াদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন উদ্বাস্তু মানুষদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার। আমাদের কোনও রাজনৈতিক দল হিসাবে লড়াই না। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস যে কাজ করেছেন, তা তাঁদের আন্দোলনের পরিপন্থী। কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এই কাজ করেছেন। যা মতুয়াদের একাংশ ভালোভাবে নেয়নি। ইতিমধ্যেই একাজ করার জন্য প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে শোকজ করা হয়েছে।’ এই বিষয়ে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘ডেপুটেশন দেওয়ার আগের রাতে মমতা ঠাকুরকে তিনি ফোন করেছিলেন অনুমতি নেওয়ার জন্য। কিন্তু উনি ব্যস্ত থাকায় কথা হয়নি। আমি শুধু এটা দেখাতে চেয়েছি একজন বিধায়কের বাবার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। সাধারণ মানুষের কোন ভয় নেই। এই বার্তা দেওয়ার জন্য আমি ডেপুটেশন দিয়েছি। আমি যদি কোনও ভুল করে থাকি তার জন্য সংগঠন যা পদক্ষেপ নেওয়ার নেবে। আমি তার উত্তর দেব।’ এবিষয়ে বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া জানান, ‘প্রথমত প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। মমতা ঠাকুর মতুয়া উদ্বাস্তুদের ভালো চান না। ভালো চাইলে প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের মতো মানুষকে সংগঠনের দায়িত্ব দিতেন না। প্রসেনজিৎ বিশ্বাস উদ্বাস্তু মানুষদের পদে পদে হয়রানি করছেন। ওকে শোকজ নয় সাসপেন্ড করলে যোগ্য জবাব হতো।’

স্ত্রী’র প্রেমিককে নৃশংস খুন

স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্ত্রী’কে ৫ বছরের জেলের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পরিকল্পনা করে স্ত্রীর প্রেমিককে খুন করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে, ধৃত স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং স্ত্রীর ৫ বছরের জেল হেপাজতের সাজার নির্দেশ দিলেন বারাসাত জেলা আদালতের বিচারক।

২০১৮ সালে ৬ নভেম্বর, রোহন্ডা-চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ যোজরা গ্রামের গৃহবধূ আর্জিনা বিবি একাই বাড়িতে ছিলেন। তার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল পড়শি যুবক আব্দুল হাসানের। এদিন রাতে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রেমিককে বাড়িতে ডাকেন গৃহবধূ। এরপর তাঁরা দু’জনে অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হন। সেই সময় বাড়িতে চলে আসেন স্বামী জাকির হোসেন। হাতেনাতে স্ত্রীর কীর্তি ধরে ফেলেন তিনি। কার্যত বেকায়দায় পড়ে গিয়ে পাল্টি খেয়ে যান আর্জিনা। জোর করে তাঁকে ধর্ষণ করছে আব্দুল হাসান বলে দাবি করতে থাকে গৃহবধূ। শুরু হয় দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা। সেই সময়ই আব্দুল হাসানকে শ্বাসরোধ করে খুন করে দু’জনে। কিছুক্ষণ পর তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় প্রমাণ লোপাটের। সেইমতো ধারালো চপার দিয়ে প্রথমে দু’টি পা কেটে ফেলা হয়। শুধু তাই নয়, মৃতের পরিচয় যাতে কোনওভাবে কেউ বুঝতে না পারে সেই জন্য মুণ্ডুও কেটে রেখে দেওয়া হয় জাকিরের গোপন আস্তানায়। দেহাংশ খণ্ডবিখণ্ড করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নোয়াই খালে। এদিকে, ৬ নভেম্বর রাতেই আব্দুলের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয় মধ্যমগ্রাম থানায়। পুলিস তল্লাশি শুরু করে। ৭ নভেম্বর মধ্যমগ্রামের নোয়াই খালে একটি দেহ ভেসে উঠতে দেখে স্থানীয়রা। পরে পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে অর্জিনা ও জাকিরকে আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদে তারা শিকার করে নেয় খুনের ঘটনা। বিগত ৭ বছর যাবত ধরে চলছিল এই মামলা। মোট ১৯ জন সাক্ষী ও সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার জাকির ও অর্জিনাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার দোষী জাকির হোসেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ বছর জেল হেফাজত ও স্ত্রী আর্জিনা খাতুনের ৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা অনাদায়ে ১ মাসের জেল হেফাজতের সাজার নির্দেশ দেয় বারাসাত জেলা আদালতের পঞ্চম এডিজে বিচারক দিপালী শ্রীবাস্তব। এ বিষয়ে মামলার সরকারি আইনজীবী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এই ঘটনাটি অত্যন্ত নক্কারজনক। আইনি ভাষায় রেয়ারেস্ট অব দা রেয়ারেস্ট। খুন, প্রমাণ লোপাট ও কমন ইন্টেনশন এই তিনটি ধারায় মামলা চলেছে। এদিন দোষীদের এই নৃশংস ঘটনার সাজা দিয়েছে আদালত।’

বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হল নজরুল প্রয়াণ দিবস। শুক্রবার সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী-সহ উপস্থিত শিল্পীবৃন্দ। এরপর কবিতা ও গানে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিল্পীরা।

শেয়ার ট্রেডিংয়ের নামে জালিয়াতি, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শেয়ার মার্কেটকে হাতিয়ার করে জালিয়াতিও চলছে দেদার। এবার এমনই এক ছবি দেখা গেল হুগলির উত্তরপাড়ায়। ২০২৪ সালের ১১ জানুয়ারি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগে একটি অভিযোগ দায়ের করেন উত্তরপাড়ার বসিন্দা সজল পাণ্ডে। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ।

অভিযোগ, ফেসবুকে শেয়ার ট্রেডিংয়ের বিজ্ঞাপন দেখে নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করেন উত্তরপাড়ার ওই ব্যক্তি। তারপরই তাঁকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রলোভিত করা হয়। ধাপে ধাপে তাঁর থেকে নেওয়া হয় ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু রিটার্নের টাকা তুলতে গিয়েই বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপরই সোজা পুলিশের দ্বারস্থ হন। তদন্তে পুলিশ যে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয় সেই অ্যাকাউন্ট ধরে প্রতারকদের খোঁজ পায়। গত ২৫ অগস্ট মালদা, হুগলির ব্যান্ডেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ও মন্দির বাজার এলাকা থেকে মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সিদ্দিক আলম চৌধুরী, অরুণ মণ্ডল, বিক্রম হালদার, প্রদ্যুৎ মণ্ডল ও সৌরজিৎ কর। তাঁদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর পাসবই, চেকবই, এটিএম কার্ড, কিউ.আর কোড মেশিন, আধার কার্ড, মোবাইল একটি ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই চক্রে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা, চক্রের জাল কতদূর ছড়িয়েছে তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শুক্রবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণগ্রাম গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বের হয় পদযাত্রা। আগামী ৩১ অগস্ট বীরভূম জেলার সমস্ত গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের লাইব্রেরিগুলির কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস।

মুখ্যমন্ত্রীকে অ-লক্ষ্মী সম্বোধনে বিতর্কে ওন্দার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সমগ্র বাঁকুড়া জেলা জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে শাসক-বিরোধী যুযুধান দুই পক্ষই একে অপরকে বিদ্ধ করে চলেছে। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লক তার অন্যথা নয়। বৃহস্পতিবার ওন্দা ব্লকের নাকাইজুড়িতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি পথসভার আয়োজন করা হয় বিজেপির তরফে। সেই সভায় উপস্থিত থাকেন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা-সহ একাধিক নেতৃত্ব। সেখানে খোলা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের বেফাঁস মন্তব্য করলেন ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা অঞ্জন নাগ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ১০০০ টাকা বা ১২০০ টাকা করে পান। আপনাদের বাড়িতে লক্ষ্মী কোনও দিন ঢুকবে না, যতদিন ক্ষমতায় অ-লক্ষ্মী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন।’ বিজেপি নেতার এই মন্তব্য কে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল শিবির। ওন্দা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি মনিশঙ্কর মুখার্জী জানান, ‘বিজেপি নারীদের সম্মান করতে জানে না। মঞ্চে বিজেপির যে মহিলারা বসেছিলেন তাঁরাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান। ওই বিজেপির নেতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছবি পকেটে রাখা প্রয়োজন।’

লোকালয়ে সাপ, বাঁকুড়ায় সচেতনতায় পরিবেশবাদীরা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকালয় ও বসতবাড়িতে সাপ ঢুকে পড়ার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যাও। এনিয়ে উদ্বিগ্ন বাঁকুড়া জেলাবাসী। চলতি অগস্ট মাসে জেলায় সাপের কামড়ে এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ১ জন চিকিৎসাধীন। জেলার বেশ কয়েকটি বাড়িতে বিষধর সাপ ঢুকে পড়ার খবর পেয়েছেন বনকর্মীরা। সেই সাপ উদ্ধার করে গভীর বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাপে কামড়ে অনেক মুরগিও মারা গেছে। অনেক জায়গায় পিটিয়ে সাপ মেরে ফেলাও ঘটনা ঘটেছে। জেলার অধিকাংশ গ্রামে একই ছবি। লায়েকবাঁধ, পাঁচাল, বেলিয়াতোড়, মাকুড়গ্রাম এবং খাতড়া, সিমলাপাল, জয়পুর ও ইন্দাসের গ্রামগুলির বাসিন্দাদের বক্তব্য, এবার বর্ষার শুরু থেকেই অতিবৃষ্টি হয়েছে। জলে ডুবে গিয়েছে প্রায় সর্বত্র। সাপের বসবাসের গর্তগুলিও ডুবে গেছে। তাই সাপ ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। এমনকী রাতে নিরাপদে ঘুমাতেও পারছেন না। সাপের ভয়ে বাড়ি, রাস্তা ও পুকুর সংলগ্ন এলাকার ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ও কেটে পরিষ্কার করে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। তাই বাস্তু সচেতনায় বৃহস্পতিবার বিভিন্ন গ্রামে ‘সাপ তোমরা মেরো না, সাপের মর্ম বোঝ না’ এরকম নানা গানে এবং ‘সাপ নিয়ে রটনা ও ঘটনা’ শিরোনামে নাটক পরিবেশন করতে দেখা যায় পরিবেশবাদীদের। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের অসংখ্য শিল্পীকে এই প্রচার চালাতে দেখা যায়। সংস্থার পক্ষে সংগীতা ধর বিশ্বাস ও একতা গাঙ্গুলি জানান, ‘বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ, ইকোসিস্টেম ও কৃষিতে সাপের ভূমিকা, সাপ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সাপ থেকে নিরাপত্তা এবং সাপের কামড়ে কী করণীয় সেই নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। জেলার লোকশিল্পীদের এবিষয়ে তালিম দেওয়া হয়েছে। জেলার অধিকাংশ গ্রামে এই প্রচার চালানো হবে।’ বাউল শিল্পী শিপ্রা মহান্তি, নমিতা হালদার ও পুষ্পা নন্দী জানান, সাপ নিয়ে তাঁরা গান ও নাটক তৈরি করে নিজেদের এলাকাতে প্রচার অনুষ্ঠান করতে পারছেন যে, এতেই তারা খুশি। মা মনসার ও তার বাহন নিয়ে অনুষ্ঠান করতে পেরে তারা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে ঋণী। এই প্রচার তারা চালাবেন এবং অন্যদেরও সামিল করবেন।

রসুলপুরে ১৪ সপ্তাহের কৃষি পাঠশালার কর্মসূচি

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীনস্থ ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রীয় একীকৃত নাশীজীব প্রবন্ধন কেন্দ্র, কলকাতার উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রসুলপুর গ্রামে শুরু হয়েছে দীর্ঘ ১৪ সপ্তাহের বিশেষ কৃষক ক্ষেত্র পাঠশালা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন মোট ৩৫ জন চাষি। আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি শেখাতে এই পাঠশালার আয়োজন করা হয়েছে।

শিবিরের মুখ্য আয়োজক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট প্রোটেকশন অফিসার প্রসেনজিৎ হালদার জানান, এই প্রশিক্ষণের মূল বিষয় সুসংহত উপায়ে ফসলের রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে রাসায়নিক কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে শুধু মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে না, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে। ফসলেও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থেকে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিবিরে হাতেকলমে শেখানো হচ্ছে কীভাবে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে আনা যায় এবং তার পরিবর্তে বিভিন্ন যান্ত্রিক ও জৈবিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফসলকে রোগপোকামুক্ত রাখা সম্ভব। যেমন, আঠালো ফাঁদ, আলোক ফাঁদ, গন্ধ ফাঁদ, ট্রাইকোডার্মা ও সিউডোমোনাসের মতো জৈব উপাদান ব্যবহার।

আইপিএম বা সুসংহত রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে চাষ করলে ভবিষ্যতে অনেক কম খরচে উন্নতমানের ফসল ফলানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রসেনজিৎ হালদার। চাষিদের এই প্রশিক্ষণ কৃষিতে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটাবে বলে কৃষি মহলের মত।

সংসার সামলে, ফুটবলের স্বপ্নে বুঁদ দুলালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: চোখে স্বপ্ন নিয়ে সংসার সামলে ফুটবলের স্বপ্নে বুঁদ দুলালি। এখন ঘোরতর সংসারি। তবুও গৃহস্থালি কাজ সামলানোর মাঝেও ছাড়েননি অনুশীলন। রোজ বিকেলে নিয়ম করেই গুসকরা কলেজ মাঠে যান। স্কুল স্তরে রাজ্যের মহিলা ফুটবল দলে খেলেছেন। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখনও ফুটবল নিয়ে স্বপ্ন দেখেন গুসকরার বাসিন্দা গৃহবধূ দুলালি বৈরাগ্য। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা আর্থিক অনটনের কারণে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন না। তবুও নিজেকে ফিট রাখতে নিয়ম করে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাতারের মাহাতা গ্রামে তাঁর বাবা ছিলেন প্রান্তিক কৃষক। অনেক আগেই বাবা মারা যান। বিয়ে হয় আউশগ্রামের সুয়ারা গ্রামে। বর্তমানে গুসকরা শহরে থাকেন। স্বামী সন্দীপন মুখোপাধ্যায় গ্যাসের ওভেন মেরামত করেন। ছেলে অনন্ত নবম শ্রেণির ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার পর দুলালিদেবীর আর পড়াশোনা এগোয়নি। তবে খেলাধুলা ছাড়েননি। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময়েই ফুটবল পায়ে তাঁর অনুশীলন শুরু। গোলকিপার। নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেই স্কুলস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথমে ২০০১ সালে জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ওই বছরেই স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। তিনবার রাজ্য মহিলা ফুটবল দলে খেলেছেন। ২০০৬-০৭ সালেও জাতীয় দলে খেলার শংসাপত্র রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এলে তাঁর পক্ষে এই খেলাধূলা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন স্বপ্ন।

অজয়ের নদের চরে মিলল শিবলিঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ভর সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত চিচুড়িয়া পঞ্চায়েতের বাগডিহা গ্রাম সাক্ষী থাকলো এক অদ্ভুত ঘটনার। অজয়ের চরে দেখা মিলল শিবলিঙ্গের।

বর্তমানে নদী থেকে সেই শিবলিঙ্গ গ্রামে এনে রাখা হয়েছে। সেই দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন শিবলিঙ্গের কাছে। শুরু হয়েছে পূজা অর্চনা।

শরৎ-এর আকাশে উৎসবের আবহ, সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আর কয়েকদিন পর দেবী দুর্গার আরাধনায় মগ্ন হবে বঙ্গবাসী। তবে দুর্গা পুজোর আগেই মহাদেবের দর্শন বাগডিহা গ্রামে। বৃহস্পতিবার, বাগডিহা হাই স্কুল পাড়ার বাসিন্দা, উদয় বাউড়ি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু প্রতিদিনের মতো অজয় নদে

স্নান করতে যান। হঠাৎই তাঁরা অজয়ের চরে একটা শিলাখন্ড দেখতে পান বলে দাবি। প্রাথমিকভাবে তারা অনুমান করেছিল হয়তো কোন বড়ো পাথরের টুকরো। কিন্তু তার পর যখন সকলে মিলে সেই শিলাখণ্ডটি অজয়ের চর থেকে তুলে বের করে বালি থেকে, তখন দেখতে পান, আদতে শিলাখণ্ড নয়, সেটি একটা আস্ত শিবলিঙ্গ। তারপরই অজয় নদের চর থেকে সেই শিবলিঙ্গ গ্রামে নিয়ে আসেন তারা। ওইদিনই পুরোহিত ডেকে শুরু হয় পুজোপাঠ। এ বিষয়ে উদয় বাউড়ি জানান, ‘আমরা বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রতিদিনের মতো অজয় নদে স্নান করতে গেলে নদীর কিনারে একটা শিলাখণ্ড ভেসে থাকতে দেখি। কৌতুহল হওয়ায় শিলাখণ্ডটি তুলতে গেলে আমরা হতবাক হয়ে যাই। দেখি একটি শিবলিঙ্গ। গ্রামে এনে আপাতত রাখা হয়েছে। দিনক্ষণ দেখে জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করব।’ অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ যাদব পাল জানান, ‘এর আগে এরকম অলৌকিক ঘটনা বাগডিহা সিদ্ধপুর গ্রামে কখনোই ঘটেনি। এই প্রথমবার এমন এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী থাকলো আমাদের গ্রাম। আমরা খুবই খুশি হয়েছি। গ্রামবাসী ভক্তি ভরে বাবা শিবের আরাধনা করছেন।’ তিনি আরও জানান, জামুড়িয়ার বিধায়ক ও জামুড়িয়া ব্লক ২ এর সহ-সভাপতি সহযোগিতা করলে, ‘আমরা একটা মন্দির নির্মাণ করে এই শিব লিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব।’

কংগ্রেসও বিজেপির সদর দপ্তরে যাবে: হুঁশিয়ারি অধীর চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: 'কংগ্রেসও বিজেপির সদর দপ্তরে যাবে। যতক্ষণ না অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হবে, ততক্ষণ কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়ে যাবে।' প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তাণ্ডবে বিজেপিকে এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এদিন বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরী বলেন, 'কংগ্রেস এই অন্যায় মানবে না। রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চলবে। বিহারের ভোটে পালে হাওয়া দিতে বিজেপি, রাহুল গান্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে এভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে।'

প্রসঙ্গত, বিহারে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খোলায় বিজেপি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। আর তার আঁচ এসে পড়ে কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপি সমর্থকরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে তাণ্ডব চালায়। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ছবি ছিঁড়ে কালি লেপে দেওয়া হয়। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, 'এই ঘটনা, এই অন্যায় আমরা মেনে নেব না। প্রদেশ কংগ্রেস ভবন আমাদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। কংগ্রেসের আশ্রয়। সেখানে হামলা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। আমরাও বিজেপির অফিসে যাব। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যারা আছেন, তাঁদের বলব নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য। অপরাধীদের যতক্ষণ না গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা পথে নেমে এর প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।' এদিন সন্ধ্যায় বহরমপুরে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটছেন অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে মহা মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

হরিপালের মারিয়ার কাশি বিশ্বনাথ সেবা সমিতির প্রেক্ষাগৃহে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'মহিলাদের শক্তির মূল, দিদির তৈরি তৃণমূল' নামে এক কর্মিসভা আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সাংসদ মিতালি বাগ, যুব সভাপতি পলাশ রায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি উত্তম কুণ্ডু, স্বপন সামন্ত, স্বপন নন্দী। এই অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী বিধায়ক ডা. করবী মান্না। ছবি: বনস্পতি দে

বালুরঘাটে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ক্যাম্পে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন উপস্থিত আধিকারিকদের। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের সুদর্শন নগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচিয়ারে চলা 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এই প্রকল্পের জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এছাড়া এদিনের এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল, মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) অভিষেক শুক্লা, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার, কুশমণ্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রেখা রায়, জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল, বংশীহারী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল-সহ আরও অনেকে। এবিষয়ে জেলা পর্যবেক্ষক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চমক সৃষ্টি করেছেন। তিনি চাইছেন এই ক্যাম্পগুলোতে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছি, তাঁরা যেন পরিদর্শন করি। সেইমত ক্যাম্পে এসে মানুষের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা শোনা হচ্ছে এবং সমস্যাগুলো তালিকাবদ্ধ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে যেভাবে অর্থ আসবে, সেভাবে গণদেবতার কাজ করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় দেড় হাজার বুথ রয়েছে। এখানে প্রায় ৫৪৩টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।'

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতে চালু হয়েছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প। বুথে বুথে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পে পাড়ায় বা বুথে উন্নয়নের জন্য টাকা দেবে রাজ্য সরকার। সেই টাকায় এলাকার বেহাল রাস্তা মেরামত, নিকাশি নালা, স্ট্রিট লাইট, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থার মেরামতি করা হবে। এর জন্য বুথ পিছু দশ লক্ষ করে টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। সেই মতো এদিন 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' ক্যাম্প কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখতেই পরিদর্শনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী। এবিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল বলেন, 'আজকে দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথ নিয়ে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্প চলছে। সেই ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।'

রাইস মিলে চুরি করতে এসে ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বড় ডাকাতির ঘটনা বানচাল করলো পুলিশ। এবারে রাইস মিলে ডাকাতি করার সময়েই হাতেনাতে পাকড়াও ৫ দুষ্কৃতী। আরামবাগের যষ্ঠীপুর এলাকা থেকে এদের পাকড়াও করা হয়। বাতানলের যষ্ঠীপুর এলাকার একটি রাইস মিলে ডাকাতি করছিল। কিন্তু ছক বানচাল করে দিয়ে একেবারে হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলে আরামবাগ থানার পুলিশ কর্মীরা। এদের কাছে থেকে বেশ কিছু ডাকাতির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম অষ্টম মাদ্দুনে, সমীর বিশ্বাস, আকাশ ভক্ত মণ্ডল, সুনাই বিশ্বাস এবং প্রশান্ত দাস। আরামবাগের এসডিপি ও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, এর আগে এরা যষ্ঠীপুর ছাড়াও অনেক রাইস মিল থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশ চুরি করেছে। এবারে বিশেষ সূত্র ধরে এই পাঁচ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করে পুলিশ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

কেএইচএল ফিনান্স লিমিটেড
(পূর্বতন এইচএইচএল ট্রেডার্স লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN U64300WB2022PLC255148
রেজিস্টার্ড অফিস: সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ জে সি বোস রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪৭
কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন ০৩৩ ২২৮২৩৬৮৫

৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৫৫ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) সুবিধা মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একই সাধারণ স্থানে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং তৎসহ বিধি এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংশ্লিষ্ট (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী ৩য় এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (ডিপি) নিকট নথিভুক্ত। ৩য় এজিএম নোটিশ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) ওয়েবসাইটেও www.evotingindia.com পাওয়া যাবে।

কোনও কারণে কোম্পানি/ডিপি এর নিকট ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত না করে থাকলে ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে অনুগ্রহ করে ইমেল আইডি নথিভুক্ত করন নিম্নোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী:

ভৌত আকারে অধিকৃত:	স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র এর কপি সহ এবং ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের (সামনে এবং পিছনের) স্ক্যান কপি, প্যান (স্বপ্রত্যয়িত কপি), আধার (স্ব প্রত্যয়িত কপি) সহ admin@mcsregistrars.com বা preeti.choudhary@indiaglycols.com তে সদস্যগণ তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/হালনাগাদ করতে পারেন।
ডিম্যাট হোল্ডিং:	সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/হালনাগাদ করার জন্য।

সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধা মাধ্যমেই ৩য় এজিএম তে অংশ নিতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং ৩য় এজিএম তে সিডিএসএল এর রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং ব্যবস্থার অংশগ্রহণ এর নির্দেশাবলী ৩য় এজিএম নোটিশে উপলব্ধ। ভৌত আকারে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অধিকৃত শেয়ারহোল্ডারগণের জীবনপঞ্জি লগ ইন করা নির্দেশাবলীও নোটিশে উপলব্ধ এবং যারা কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি। ভিসি/ওএভিএম সুবিধা মাধ্যমে সদস্যগণের অংশগ্রহণ ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৩ অধীনে কোরাম কারণ হিসেবে গণনা করা হবে।

কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যগণ আরটিএ এর নিকট admin@mcsregistrars.com ই-মেল পাঠাতে পারেন বা কোম্পানির নিকট preeti.choudhary@indiaglycols.com পাঠাতে পারেন।

কেএইচএল ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
ইউ এস ভারতিয়া
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫
স্থান : নয়ডা

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টার টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৭ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর ধারা ১০২, অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে)
শ্রী শৌর্য্য প্রসাদ গর্গ, মেসার্স গিরিবাবা ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী শৌর্য্য প্রসাদ গর্গ
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার স্থায়ী ঠিকানা	৭৮, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, ধর্মতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০১৩
৩.	অন্তর্বর্তীকালীন আবশ্যিক শুরুর তারিখ	১৮ জুন ২০২৪
৪.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার দেউলিয়া এবং আবশ্যিক শুরুর তারিখ	২২ আগস্ট ২০২৫ (নির্দেশ প্রাপ্ত ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে)
৫.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬.	ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী কমল প্রকাশ সিং, (প্রস্তাব পেশাদার) আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-01722/2019-2020/12653
৮.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সাউথ সিটি গার্ডেন, ৬১, বি এল সাহা রোড, টাওয়ার -২, ফ্ল্যাট -১১আই, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩, ইমেল আইডি: kamalprakashco@gmail.com
৯.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, শ্যুট -১বি, ২য়তল, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯, ইমেল আইডি : pg.spgarga@gmail.com
১০.	দাবি দাখিলের জন্য সম্পর্কিত ফর্ম :	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-২ এর পক্ষে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মহামান্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ শ্রী শৌর্য্য প্রসাদ গর্গ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা -মেসার্স গিরিবাবা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেডের) ব্যক্তিগত দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৯৫ অধীনে, উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২২.০৮.২০২৫, আইএ(আইবি) নং ১১৭১/কেবি/২০২৪, সিপি (আইবি) নং ১৩৫/২০২৪ সম্পর্কিত।

এতদ্বারা বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ইনসলভেন্সি পেশাদারের নিকট এন্ট্রি নং ৯ এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর
স্বা/-
কমল প্রকাশ সিং
IBBI/IPA-001/IP-P-01722/2019-2020/12653
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড
রেজি. অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967
টেলিফোন +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২
ইমেল : hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট : www.hindmotor.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের ৮৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার, বিকাল ২টায়, আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশে আর্থিক বিবৃতি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান এবং ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের জন্য সার্কুলার সহ সভায় লেনদেনের জন্য ব্যবসা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ মেইল আইডিতে ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি এই নথিগুলি www.hindmotor.com-এ তার ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ) এর ওয়েবসাইট evoting.kfintech.com-এও পাওয়া যাবে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪২ অনুযায়ী, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বুধবার (উভয় দিন সহ)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার (বিকাল ৫টা)** শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির সদস্যরা যাদের শেয়ার ভৌত আকারে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে রয়েছে, কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট), অর্থাৎ **বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে**, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। তবে, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়ে থাকেন, তাহলে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে আর কোনও ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, এফসিএস, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সি.পি.নং.৪৫৫৭), কলকাতা সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের জন্য, নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে hmcosecy@hindmotor.com ই-মেইলে অথবা ল্যান্ডলাইন নম্বর (০৩৩) ২২৪২-০৯৩২ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
বিশাখা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম.নং.এ৫৪৯৪৮
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ আগস্ট, ২০২৫

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০ ০২২
ফোন: +৯১-৩৩-২২২৩০০১৬; **ফ্যাক্স:** +৯১-৩৩-২২২৩১৫৬৯
ই-মেইল: kolkata.msum@lnbgroup.com; **ওয়েবসাইট:** www.msumindia.com
CIN : U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস: যোধপুর রোড, পালি - ৩০৬ ৪০১ (রাজস্থান)
ফোন: +৯১-২৯৩২-২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স:** +৯১-২৯৩২-২২১৩৩৩
ই-মেইল: ho.msum@lnbgroup.com

৮৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৮৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী শনিবার, ২০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। এটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলগুলির সকল প্রযোজ্য বিধান মেনে করা হচ্ছে, যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩শে জুন, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ('সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখিত') দ্বারা জারি করা -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পন্ন করার জন্য।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন, যেখানে আর্থিক বিবরণী, বোর্ড রিপোর্ট, অডিটর রিপোর্ট এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি, সেইসাথে কোম্পানির ৮৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, তা ইলেকট্রনিকভাবে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে এবং অন্যান্য সকল যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে ৮৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই ওয়েবলিঙ্কে **https://msumindia.com/wp-content/uploads/2025/08/Annual-Report-2024-25.pdf** পাওয়া যাবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** -এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ (কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা ১৯শে মার্চ, ২০১৫ থেকে সংশোধিত), জেনারেল মিটিংয়ের উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) -এর ক্লজ ৭.২ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলারের বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি করেছে যাতে অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহজতর করা যায়। এজিএম-এর দিনে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে। মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিগণকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে:

ক) রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) শুধুমাত্র সেই সকল কোম্পানির সদস্যগণ, যারা কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তারাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, তা তাদের শেয়ারগুলি শারীরিক বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই থাকুক না কেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাত অনুযায়ী হবে যা ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট)-এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে **mdpldc@yahoo.com** ই-মেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।

ঘ) যে সকল কোম্পানির সদস্যগণ কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) কার্যদিবসের শেষে শেয়ার ধারণ করছেন, তা ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই হোক না কেন, এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাকে মিটিংয়ে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিংয়ে যোগদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১০৯৯১১ -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ জনাব রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এর কাছে বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০২১০৯৯১১-এ ফোন করে জানানো যেতে পারে।

আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ অনুসারে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
লক্ষ্মী নিবাস বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 000012617
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.periatea.com, CIN : L01132WB1913PLC220832

১১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ১১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী শনিবার, ২০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। এটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলগুলির সকল প্রযোজ্য বিধান মেনে করা হচ্ছে, যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩শে জুন, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক দ্বারা জারি করা এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১, এর সঙ্গে পঠিত সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ই মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ই মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/ 2023/4 তারিখ ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'উক্ত সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখিত) -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পন্ন করার জন্য।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন, যেখানে আর্থিক বিবরণী, বোর্ড রিপোর্ট, অডিটর রিপোর্ট এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি, সেইসাথে কোম্পানির ১১২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, তা ইলেকট্রনিকভাবে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে এবং অন্যান্য সকল যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে। এছাড়াও, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(খ) অনুসারে, যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পথ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে ১১২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই ওয়েবলিঙ্কে **https://www.periatea.com/annual-reports/** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এনএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এও উপলব্ধ থাকবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** -এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা ১৯শে মার্চ, ২০১৫ থেকে সংশোধিত), জেনারেল মিটিংয়ের উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২)-এর ক্লজ ৭.২, সেবি(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এবং এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলারের বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএমে সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি করেছে যাতে অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহজতর করা যায়। এজিএম-এর দিনে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে।

মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিগণকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে:

ক) রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫:০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) শুধুমাত্র সেই সকল কোম্পানির সদস্যগণ, যারা কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শনিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তারাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, তা তাদের শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই থাকুক না কেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাত অনুযায়ী হবে যা ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট)-এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে **coimbatore@in.mpms.mufg.com** ই-মেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।

ঘ) যে সকল কোম্পানির সদস্যগণ কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) কার্যদিবসের শেষে শেয়ার ধারণ করছেন, তা ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই হোক না কেন, এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাকে মিটিংয়ে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিংয়ে যোগদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ জনাব রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এর কাছে বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করে জানানো যেতে পারে।

আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১, এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী **সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** বন্ধ থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN : L51909WB1995PLC071730
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২, ফোন: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩১৫৬৯
ইমেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট: www.lnbgroup.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী শনিবার, ২০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০টায় ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না। এটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলগুলির সকল প্রযোজ্য বিধান মেনে করা হচ্ছে, যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩শে জুন, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক দ্বারা জারি করা এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১, এর সঙ্গে পঠিত সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ই মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ই মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/ 2023/4 তারিখ ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে 'উক্ত সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখিত) -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পন্ন করার জন্য।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন, যেখানে আর্থিক বিবরণী, বোর্ড রিপোর্ট, অডিটর রিপোর্ট এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি, সেইসাথে কোম্পানির ২৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, তা ইলেকট্রনিকভাবে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে এবং অন্যান্য সকল যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে। এছাড়াও, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(খ) অনুসারে, যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পথ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে ২৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই ওয়েবলিঙ্কে **https://www.lnbgroup.com/kiran/reports/Annual-General-Meeting/29th%20Annual%20General%20Meeting/Kiran%20Vyapar%20Annual%20Report%20-%202025.pdf** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এও উপলব্ধ থাকবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** -এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা ১৯শে মার্চ, ২০১৫ থেকে সংশোধিত), জেনারেল মিটিংয়ের উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২)-এর ক্লজ ৭.২, সেবি(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এবং এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি/সার্কুলারের বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি করেছে যাতে অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহজতর করা যায়। এজিএম-এর দিনে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা প্রদান করা হবে।

মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিগণকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে:

ক) রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়কাল বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) শুধুমাত্র সেই সকল কোম্পানির সদস্যগণ, যারা কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শনিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তারাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, তা তাদের শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই থাকুক না কেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাত অনুযায়ী হবে যা ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট)-এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে **mdpldc@yahoo.com** ই-মেইল আইডিতে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।

ঘ) যে সকল কোম্পানির সদস্যগণ কাট-অফ ডেটের (অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫) কার্যদিবসের শেষে শেয়ার ধারণ করছেন, তা ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই হোক না কেন, এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাকে মিটিংয়ে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিংয়ে যোগদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ জনাব রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এর কাছে বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করে জানানো যেতে পারে।

আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১, এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী **সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** বন্ধ থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং F8857
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫

গাজোলের বিজয়নগর স্টার্চ কারখানায় আয়কর ও জিএসটি দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গাজোলের বিজয়নগর স্টার্চ ফ্যাক্টরিতে আচমকায় আয়কর দপ্তরের অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। পাশাপাশি একইসঙ্গে জিএসটি বিভাগের আধিকারিকেরাও এই বেবি ফুড উপাদান প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালায়। শুক্রবার সাতসকালে গাজোল থানার পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলঘর এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এই বেবি ফুড প্রস্তুতকারি ফ্যাক্টরিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযানে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ওই বেবি ফুড প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরির সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ৪০০ শ্রমিক এদিন কাজ ছেড়ে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে পড়েন। ওই ফ্যাক্টরির পদস্থ কর্মকর্তাদের ভেতরে আটকে রেখে তাঁদের মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেন অভিযানকারী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারেরা। পাশাপাশি ওই ফ্যাক্টরির গোটা চত্বর দখল নেয় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীরা। এদিন সকাল আটটা থেকে এই অভিযানের সময় বিজয়নগর স্টার্চ ফ্যাক্টরির মেনগেট তালা বন্দি করে দেওয়া হয়। সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সেখান থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর রাত গড়িয়ে গেলেও সেখানে আয়কর দপ্তর এবং জিএসটি বিভাগের আধিকারিকেরা তদারকি চালিয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। ওই ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে আর্থিক অসঙ্গতি রয়েছে বলেও একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। যার কারণে কেন্দ্রের এই দুই তদন্তকারী সংস্থা অভিযান চালিয়েছে।

এদিকে এদিন এই ঘটনার খবর জানতে পেরে গাজোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে প্রথমে তাদেরকেও ওই ফ্যাক্টরিতে প্রবেশে বাঁধা দেয় অভিযানকারী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। পরে অবশ্য গাজোল থানার আইসিকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ওই ফ্যাক্টরি লোডিং সুপারভাইজার সোমনাথ সরকার জানিয়েছেন, গত দশ বছর ধরে গাজোলের গোলঘর এলাকার ১৩ নম্বর জাতীয় সড়কের এক পাশেই বিজয়নগর স্টার্চ নামক এই ফ্যাক্টরিটি বেবি ফুড উপাদান প্রস্তুত করে চলেছে। এখানে প্রায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করেন। এদিন সকাল আটটা নাগাদ যখন ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন সামগ্রী লোডিং এবং আন লোডিং-এর কাজ শুরু হয়, তখনই ওই অফিসারেরা ফোর্স নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপরে আমাদেরকে বাইরে চলে যেতে বলা হয়। ওই ফ্যাক্টরির কিছু কর্মকর্তা রয়েছেন, তাদের ভেতরে বসিয়ে রেখে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। আয়কর দপ্তর এবং জিএসটি বিভাগের অফিসারদের অভিযানের ফলে এদিন ফ্যাক্টরিতে কোনও কাজ হয়নি। সন্ধ্যায় গড়িয়ে রাত পর্যন্ত ফ্যাক্টরির তদারকির কাজ চালিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী অফিসারেরা। যদিও এদিনের এই অভিযান প্রসঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসন এবং আয়কর দপ্তরের কর্তাদের কোনরকমভাবে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চোর সন্দেহে ৪ জনকে গণপিটুনি

নিজস্ব প্রতিদেন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে ফের গণপিটুনির ঘটনা। আবারও আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে দেখা গেলো পূর্ব বর্ধমান জেলায়! এর আগেও চুরি হয়েছিল রেনেসাঁ উপনগরীতে, কিন্তু ধরা পড়েনি চোর! এবার আবার চুরির ঘটনা! বর্ধমান থানার রেনেসাঁ উপনগরীতে চোর সন্দেহে চারজনকে আটক করে মারধর করা হয়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধেই। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের লাগোয়া জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অভিজাত ওই উপনগরীতে। ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, টাউনশিপের বাসিন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীরা মিলে চারজনকে চোর সন্দেহে আটক করে বেধড়ক মারধর করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রেনেসাঁ টাউনশিপে গত কয়েকদিন ধরেই চুরির ঘটনা ঘটছিল। শুক্রবার চারজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপরেই ঘটে এই গণপিটুনির ঘটনা। যদিও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় ওই চার জনকে।

চেন্নাইয়ে দেহ উদ্ধার বাঘমুণ্ডির পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: চেন্নাই কাজ করতে গিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার বাঘমুণ্ডির পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনাটি পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকের অন্তর্গত নোওয়াডি গ্রামের। মৃতের নাম নন্দলাল ঘাটুয়াল ওরফে গপু (৫০)। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে বসন্ত ঘাটুয়াল বলেন, 'গত শনিবার গ্রামের থেকে ৮ জন চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সোমবার আমরা গন্তব্যস্থল পৌঁছায়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সেখান থেকে আট জনের মধ্যে গপু ওরফে নন্দলাল ঘাটুয়াল গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয়। এবং মিঠুন ওরফে সন্তোষ ঘাটুয়াল সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।' এই ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গপুর দেহ ময়নাতদন্তের পর অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নোওয়াডি গ্রামে এসে পৌঁছায়। পরিবার সূত্রে খবর, গপু ঘাটুয়াল প্রায় ৮ থেকে ৯ বছর ধরে চেন্নাইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলে এবং দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তবে আচমকায় তাঁর দেহ উদ্ধার ঘিরে যথেষ্ট রহস্যের দানা বেঁধেছে। যখন রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার নিদান দিয়ে মাসে ৫০০০ টাকার ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। সেই ফাঁকে বাস্তবের করুন পরিস্থিতি ফের একবার উঠে এলো।

খণ্ডঘোষে অগ্নিকাণ্ডে মৃত অভিযুক্ত সৎ ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে পরিবারকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার ঘটনা এবার মৃত্যু হল অভিযুক্ত ছেলের। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় বাবা কৃষ্ণপ্রদ মিস্ত্রির, এরপর প্রথম পক্ষের ছেলে বাউল মিস্ত্রি ওরফে বাবুলর মৃত্যু হয়। ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হল। বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাউল মিস্ত্রির মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ঘটনার দিনে মৃত্যু হয় সৎ মা সন্ধ্যা মিস্ত্রির (৪২), তারপরের দিন মৃত্যু হয় কৃষ্ণপ্রদ মিস্ত্রির। প্রসঙ্গত, গত বুধবার রাতে সৎ ছেলে বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ঘরে থাকা অবস্থায় ৪ জন অগুনে পুড়ে যান। সেই আগুনে সৎ ছেলেও অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। ঘটনার দিন সৎ মায়ের মৃত্য হয়। পরে বাবার ও সৎ ভাইয়ের মৃত্যুর পর মৃত্যু হল প্রথম পক্ষের ছেলে। এখনও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Bank of Baroda — সোনারপুর শাখা
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে
পো এবং থানা - সোনারপুর, জেলা ২৪ পরগনা (দ)
পিন - ৭০০১৫০
ইমেল : rajpwb@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, সোনারপুর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের এবং ধারা ১৩(২) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে ১৫.০৫.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী পলাশ খাটুয়া, রবীন্দ্র পল্লি, কামদেবপুর, পাথরপ্রতিমা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,০৫,৭৯০.০০ (ত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার সাতশো নব্বই টাকা) টাকা ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৯ আগস্ট ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা,** নিকট বকেয়া **৩০,০৫,৭৯০.০০ (ত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার সাতশো নব্বই টাকা) টাকা ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন-গৃহ জমি সম্পত্তির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৯০, জমি পরিমাপ ২ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২০৩, জমি পরিমাপ ১ ডেসিমেল এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৯৪ জমি পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, এলআর খতিয়ানা নং ২২২২, এলআর ২১২৭,মোট ৮ ডেসিমেল মৌজা : কামদেবপুর, তৌজি নং ২৯১৩,জেএল নং ১৮৫/৫৯, সিএস খতিয়ান নং ২০, আরএস খ তিয়ান নং ২৭/২৮ এবং (পরিবর্তন সার্টিফিকেট এলআর খতিয়ান নং ২২৮৫, এলআর দাগ নং ১২৯৩, জমির পরিমাপ ০১ ডেসিমেল এবং এলআর দাগ নং ১২৯৪, জমির পরিমাপ ০৫ ডেসিমেল মোট ৬ ডেসিমেল জমি বাস্তুতে পরিবর্তিত তারিক ২৮.০৬.২০২১, বিএল এবং এলআরও পাথরপ্রতিমা কর্তৃক ইস্যু কৃত), থানা : পাথরপ্রতিমা, অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী পলাশ খাটুয়ার নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিজ শালি জমি দাগ নং ১২৯৪; **দক্ষিণে :** গুরুপদ দলুই এবং কল্পনা দলুই এর শালি জমি **পূর্বে :** অঙ্গুরবালা সাহুর শালি জমি; **পশ্চিমে :** ১৩ ফুট চওড়া গভ. রোড।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বহরমপুর (৬৪২০৯)
পঞ্চাননতলা, ২য় তল, ৩৪ ন্যাশনাল হাইওয়ে
বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
ইমেল - sbi.64209@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী জয়দেব মিশ্র** পিতা চিরঞ্জীব মিশ্র, **নিবাস :** গ্রাম : পলাশী,পো : ফরাক্কা ব্যারেজ,থানা : ফরাক্কা, জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২২১২, (ঠিকানা -১) **আরও ঠিকানা :** চকভবানী মিলন সংঘ পাড়া, বালুরঘাট পুরসভা, ওয়ার্ড নং ২ , পো এবং থানা : বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর,পিন : ৭৩৩১০১। (ঠিকানা -২)। **লোন এ/সি নং : ৩৫৮৯০৩৬০৮১০, এবং ৩৭৭১৭৩৮৯৭১৫। শাখা : এসবিআই ফরাক্কা (০০২১৮)।**	**তপশিল সি অংশ ২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী জয়দেব মিশ্র।** জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা : বালুরঘাট, মৌজা : ডাকরা, জেএল নং ১০৫, দলিল নং ২৯৫২, -২০১৫ সালের, এডিএসআর -সদর বালুরঘাট, খতিয়ান নং এলআর ৮০০২, প্লট নং এলআর ১৩৬১, শ্রেণি : বাস্তু, এরিয়া : ৮.২৫০ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া পাকা রোড; **দক্ষিণে :** নরেশ মাহাতো; **পূর্বে :** মন্টু সরকার; **পশ্চিমে :** স্বীকৃতি কুন্ডু।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০২.০৭.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৪.০৬.২০২৫	লোন এ/সি নং ৩৫৮৯০৩৬০৮১০ এবং ৩৭৭১৭৩৮৯৭১৫ **১৩,৪৮,৩৪৪.০০ টাকা** (তেরো লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) **২০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মুল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ **(২১.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে)**

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ৩০.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বহরমপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.০৯.২০২৫
সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২০.০৯.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,৮৮,৮২৯.০০ টাকা (২৪.১২.২০১২ অনুযায়ী এবং ২৫.১২.২০১২ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ)** জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী আবদুল ছাত্তার,** পিতা প্রয়াত সালারুদ্দিন, গ্রাম - সনবেরিয়া, পো - মুদিয়াহাট, থানা - শাসন, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২৮ কাছ থেকে।

ক্রম নং	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৯ শতক, মৌজা : সানবেড়িয়া বাদা, জেএল নং ১৯২, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৬০৪, বুক নং ১, ভলুম্য নং ১, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, উল্লেখ্য দলিল নং ০০১৬১, ২০০৯ সালের, এডিএসআরও বারাসত , কৃতিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : শাসন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোলাম বারি মোল্লা; দক্ষিণে : আবদুল সামাদ মোল্লা; পূর্বে : আবদুল বারিক মোল্লা; পশ্চিমে : মালিকের জমি। **সম্পত্তি আবদুল ছাত্তার মোল্লা,** পিতা প্রয়াত সালাউদ্দিন এর নামে, গ্রাম : সানবেড়িয়া, পো মুদিয়াহাট, থানা : শাসন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **দ্রষ্টব্য : আরসি/৯২/২০২৫ - ডিআরটি-৩ সমীপে দাখিলকৃত।**	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১২.০৯.২০২৫ — যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ৩০.০৮.২০২৫ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পোঃ ও থানা-কল্যাণী,
জেলা- নদীয়া- ৭৪১২৩৫, ই-মেইল: sbi.64220@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রীমতি মন্দিরা ভট্টাচার্য, মোবা: ৬২৯৬৯৩০২৬৪। ই-মেইল আইডি: sbi.64220@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) ও ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস** পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং **শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস** পিতা মৃত নীলকান্ত বিশ্বাস, নিবাস- শ্যামনগর নবপল্লী, পোঃ- পূর্ব বিদ্যাধরপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৬ এবং ব্যক্তিগত **জামিনদার শ্রী দীপেন সরকার** পিতা মৃত আশানন্দ সরকার, সাহিরপাড়া, দক্ষিণপল্লী মোড়, পোঃ- অবন্তিপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৬।	শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস পিতা প্রয়াত নীলকান্ত বিশ্বাস, নিবাস শ্যামনগর নবপল্লি, পো পূর্ব বিদ্যাধরপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬ এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রী দীপেন সরকার, পিতা প্রয়াত আশানন্দ সরকার, শাহির পাড়া দক্ষিণ পল্লি মোড়, পো : অবন্তীপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬। ---সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি **২ কাঠা ৮ ছটাক,** জেএল নং ১৫, মৌজা : চকমূলাজোড়, তৌজি নং ৬৫৫, আর এস খতিয়ান নং ২৯, আরএস দাগ নং ২২৪, ওয়ার্ড নং ২৯, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -নৈহাটি, থানা : জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬১, পৃষ্ঠা ১৫৭ থেকে ১৬৬, বিক্রয় দলিল নং ৩০৩৫-১৯৯৭ সালের। **সম্পত্তি (জমির প্লট) চৌহদ্দি :** উত্তরে : যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পত্তি; দক্ষিণে : অবনী বিশ্বাস এবং বাদল বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : মোতিলাল বিশ্বাসের সম্পত্তি। **সম্পত্তি শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের নামে।**	১৪,৩৫,৫০৫/-.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা মাত্র) **২৯.০৮.২০২৫** অনুযায়ী, এর সাথে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচাদি যুক্ত হবে।	১৭,৯৬,৮০০/- টাকা ১,৭৯,৬৮০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা পরিদর্শনের তারিখ, ১৬.০৯.২০২৫

দখলের ধরন : বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com
• ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ৩০.০৮.২০২৫, — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কল্যানী এইচএলসি — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা
নদীয়া প্লাজা, পোড়ামাতলা রোড, দোপালী মোড়
নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১ ৩০২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ০৮.১০.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২৫,৮০,৭২৪.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা মাত্র) **২৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর পাওনা আছে **শ্রী দুর্গাদাস বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** রামসীতা পাড়া রোড, নবদ্বীপ, ওয়ার্ড ১৪, নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১ ৩০২-এর কাছে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **শ্রী দুর্গাদাস বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** রামসীতা পাড়া রোড, নবদ্বীপ, ওয়ার্ড ১৪, নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২। ২. **শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** রামসীতা পাড়া রোড, নবদ্বীপ, ওয়ার্ড ১৪, নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২। **খ) নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা**	**হোল্ডিং নং ৪১, রামসীতা পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, পোঃ ও থাঃ- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০২। দুর্গাদাস বিশ্বাস ও শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাসের নামে থাকা** জমি ও বাড়ি, যার মৌজা- নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, হোল্ডিং নং ৪১, প্লট নং আরএস ১৯৭৬, ৭৯৭৬/১৯৯১৮ এলআর -৪৭০৮, ৪৭০৭, খতিয়ান নং আরএস ১৬৫১/৮ ও এলআর ১০৩৮৮, নবদ্বীপ পৌরসভার অধীনে, বন্ধকীকৃত মোট জমির পরিমাণ ৫.৬৬ ডেসিমেল, এডিএসআরও- নবদ্বীপ। ডিড নং আই/২২৫ এবং আই /২২৬, তারিখ ০৫/০২/১৯৯৩ অনুযায়ী **দুর্গাদাস বিশ্বাস এবং শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাসের নামে আছে । চৌহদ্দি:-** উত্তর - কংক্রিট সাধারণ রাস্তা এবং স্বর্গীয় মাখন ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণ - শ্যামল ভট্টাচার্য ও প্রমোদ দত্তের বাড়ি, পূর্ব - মালিকের সম্পত্তি দাগ নং ৪৭০৭, জমির পরিমাণ ০.১৬ ডেসিমেল, পশ্চিম - পৌর পাকা রাম সীতা পাড়া রোড।	২৫,৮০,৭২৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা মাত্র) **২৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ৩৯,৬০,০০০.০০ টাকা (*) (উনচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৯৬,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB11279041426 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৮.১০.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : নবদ্বীপ পোড়ামাতলা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রানিকুঠি / গোলপার্ক শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রানিকুঠি / গোলপার্ক শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব, ঠিকানা:** পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা-৭০০০৮৪ **এছাড়াও এখানে-** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা.: শ্রীমতী বুলবুল দেব ইউনিটের ঠিকানা-** পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা-৭০০০৮৪। **এছাড়াও এখানে-** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ ২. **শ্রীমতী বুলবুল দেব (স্বত্বাধিকারী/জামিনদার/ বন্ধকদাতা), মেসার্স দেব'স -এর স্বত্বাধিকারী** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। ৩. **শ্রী অমিতাভ দেব (জামিনদার)** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। ৪. **মেসার্স লক্ষ্মী স্পাইসেস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৪৭ **খ) রানিকুঠি / গোলপার্ক শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, লিফট এবং সকলের ব্যবহারের স্থানের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ৪র্থতলে, লট সি, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, আরতি ভিলা, নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২২ (অংশ), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস-১৭/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন (পূর্বতন রাজারহাট- গোপালপুর পুরসভা), থানা: বাগুইআটি, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বিভাজিত তারিখ ০৩.০৪.২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রাজারহাট এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৩- ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, দলিল নং ১৫২৩০২৬৩৫-২০১৭ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরস্বতী সরকারের জমি; দক্ষিণে : ১৬'-৬" চওড়া পুর সড়ক; পূর্বে : ৬'-০" চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পশ্চিমে: অন্যান্যর জমি।	৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ	ক) ১৯,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৯৩,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50406049794 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০১.০৯.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জাপানে অরুণাচলের 'গালো' ঐতিহ্য প্রদর্শন মোদীর, কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী পেমা

ইটানগর, ২৯ অগস্ট: জাপানের টোকিয়ো সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অরুণাচল প্রদেশের 'গালো' উপজাতির ঐতিহ্যবাহী 'তুকোক' পরিধান করে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিখুঁত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং গভীর সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে পরিচিত 'তুকোক' নামের পোশাক। জাপানে 'তুকোক' পরিহিত প্রধানমন্ত্রীর চারটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডলে আপলোড করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'আবারও বিশ্ব মঞ্চে অরুণাচল প্রদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করে আমাদের গর্বিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী।'

CORRIGENDUM NOTICE

WBCADC is inviting Corrigendum Notice for e-tender (**Tender ID: 2025_PRD_891096_1**). The intending tenderers will have to collect the tender documents within **05.09.2025** up to **16:30 hours** by downloading through the website stated below:

For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC

e- Notice Tender Inviting

e-N.I.T. No.:- 11 of 2025-26 (Memo No.- 3095/ Deb-BDO, Dated- 22.08.2025) Last Date & Time of submission tender documents:- **06.09.2025 upto 17:00 hrs.** Details may be had from the office in official date & time & **www.wbtenders.gov.in**,

Sd/- Block Dev. Officer/Executive Officer Debra Dev. Block/ Debra Panchayat Samiti

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the eNIT-**6/CGP/2025-26.** Dated- **28/08/2025** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
Tender ID- 2025_ZPHD_895988_1, 2025_ZPHD_895988_2, 2025_ZPHD_895988_3, 2025_ZPHD_895988_4, 2025_ZPHD_895988_5, 2025_ZPHD_895988_6, 2025_ZPHD_895988_7, 2025_ZPHD_895988_8, 2025_ZPHD_895988_9, 2025_ZPHD_895988_10, 2025_ZPHD_895988_11, 2025_ZPHD_895988_12 and 2025_ZPHD_895988_13.
FUND-SBM-G
Last Date of Submission:- **08/09/2025**
Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

Quotation Notice

MADHU MALANCHA COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD intends to build one G+4 storied building on Premises No. 02-0568, Plot No. IIB-42, Action Area-IIB, New Town, Kolkata, for which the said society is inviting sealed quotations to appoint one bonafide experienced Architect and Developer for building construction, as per rules and regulations of West Bengal Housing Co-operative Society and HIDCO.
Sealed quotations must be sent to the following mailing address within 10 (ten) days from publication date.

Sd/- Samir Karmakar
Secretary
Madhu Malancha Co-operative Housing Society Ltd.
16/5K/1A, Biplabi Barin Ghosh Sarani, P.S.- Ultadanga Main Road, P.S.- Maniktala, Kolkata-700067

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call

N.I.E. ET. No. 49/PW/Eng/25 Dt. 30-07-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.- SAINTHIA, DIST.- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO.-
e-NIT NO.-
WBMAD/SM/Engg.Sec/HFA/05 of 2025-26

The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of - Construction of new CC Road, Upgradation of CC Road in Different ward under Sainthia Municipality.

Tenders Submission closing date: - 1) 18.09.2025 at 11.00 A.M For further details please contact the mentioned office.

Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia, Birbhum

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[2014 সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংযুক্ত অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স প্রোগ্রেসিভ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ("কোম্পানি") রেজিস্টার্ড অফিস ৫, প্রিন্সেপ লেন, ২য় তল, রুম নং ১০, ধর্মতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যেকোনও ব্যক্তির স্বার্থ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ** সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে আপত্তি বা স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৩য় তল, প্লট নং III/এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, প্রিন্সেপ লেন, ২য় তল, রুম নং ১০, ধর্মতলা, কলকাতা - ৭০০০১৩

প্রোগ্রেসিভ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫ যশ ডালমিয়া
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত ব্যক্তি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ: ই-টেন্ডার নং ই-ডিভিআই-মেকানিক্যাল-২০২৫, তারিখ ২৭.০৮.২০২৫ : ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সামগ্রীর প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তি তারিখে দুপুর ৩টার মধ্যে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা দুপুর ৩টায় খোলা হবে : **কাজের নাম :** ওয়ার্কশপে সুরক্ষা প্রদান ও ভারতীয়রেলের অ্যাডভান্টেজ গার্ড ফোর্সের ও রেক আন্ডার এর [illegible] ব্যবস্থা করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় :** ১৯% জিএসটি সহ ২৪,২৬,৩৮,২২০ টাকা। **বায়না মূল্য :** ১৩,৬৩,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৮.০৯.২০২৫-এ দুপুর ৩টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিশদ : www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের পুরো বিশদ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। কোনও-ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-572)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, নিম্নলিখিত কাজের জন্য আহ্বান করছেন: কাজের নাম: "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র মেট্রো ভবনে ফাসাড লাইটিং সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ"। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১,১২,৩৬,৬৬৮ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৯.২০২৫ বেলা ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অফিস। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং: ইএলএম১১০আর_এফএসিএইচ_ডিটি-২৮-৪-২৫

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.myhmc.in**

NIT No. WB/HMC/TN/SE/05/25-26 তারিখ : ২৮.০৮.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ০৮ অধীন [L=350.00m, Av.W=8.00m] (২য় ডাক) বোলপাড়িয়া ইউনিএইচসি হেলথ সেন্টার থেকে ডাব্লিউ গ্রাউন্ড ও যা ড্রিফ পর্যন্ত "এফ" রোডে বাঁধা সড়কের উন্নয়ন এর জন্য প্রথাগত, সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত সংস্থা থেকে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এবং কাজে যাদের অভিজ্ঞ [illegible] থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পূর্ণ বিস্তারিত [illegible] সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি **https://wbtenders.gov.in** অফিস থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২২.০৯.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_895793_1** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১২৭(৩)/২৫-২৬
২৯.৮.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি-র শর্ত সাপেক্ষে ১ (একটি) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, প্যান কার্ড, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ৩০.০৮.২০২৫ সকাল ৯টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৬.০৯.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**

১১০(১)/২৫-২৬
২২.০৮.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/250/25-26 Dated 11.08.2025	Construction Of Concrete Road With Surface Drain At Paschim Balia Ratanti Kali Mandir To Balia Baisakhi Sangha Club In Ward No-01 Under Rajpur Sonarpur Municipality. The Rates Are Given As Per Pwd Building Schedule 2017.	Rs.18,98,711.00

Bid Submission end date is being extended from **28.08.2025 at 11-00 hrs to 04.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/305/25-26 Dated 29.08.25	Reparing of 125 mm th. Brick-on-edge Pavement Road (Patch Type) at Missionpally Main Road & Narendrapur Main Road in Ward No.- 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,26,119.00

Bid Submission end date: **08.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/306/25-26 Dated 29.08.25	Construction of Concrete Road from Shani Mandir to Prasanta Midda House via Manoj Kumar House and Saktipada Senapati House at Buribattalay in Ward No.-15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,36,441.00

Bid Submission end date: **08.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 62(2nd Call)/ 2025-2026 and NIeT- 264 to 273/2025-2026 Dated- 29-08-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Paschim Medinipur, Dakshin Dinajpur, Burdwan, Birbhum, Murshidabad, Purba Medinipur and Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **30-08-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **09-09-2025, 15-09-2025 and 19-09-2025 upto 3.00 pm**

Date: 29.08.2025 **Sd/- Executive Engineer**

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ডঅফিস : "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের অবগত করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল) -এর মাধ্যমে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

১৭.০৯.২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে এবং এই ধরনের সদস্যরা ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। ই-ভোট দেওয়া সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু আবারও তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং ২১.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৩.০৯.২০২৫, বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এরপর ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ২৯.০৮.২০২৫ তারিখে সকল সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং এটিএনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.asutosh.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে। যারা তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটরি/আরটিএ-এর মাধ্যমে তা করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু শেষ তারিখের আগে কোম্পানির সদস্য হতে ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.co.in অথবা asutosh@asutosh.co.in ঠিকানায় কোম্পানির কাছে চিঠি লিখতে পারেন। ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৮.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.০৯.২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : কলকাতা **নারায়ণ বাহেতি**
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

পহলামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

69HG, তাং ১৬.১২.১৯৬৫
গ্রাম ও পোস্ট ঃ পহলামপুর, ব্লক ঃ সিঙ্গুর, জেলা ঃ হুগলি

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জানানো যাইতেছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলের সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ করা হইবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও পরিচালক মন্ডলের সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তি সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১, তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায়ের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বিজ্ঞপ্তি সহিত সংযোজিত হইল। উক্ত দিনে বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে সকল প্রতিনিধিদের। ধন্যবাদান্তে।

ঝুম্পা মুখার্জি
তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৫ **সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, হুগলী রেঞ্জ**

পরিচালক মন্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা এই সমিতির সকল প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের WPA 11445 of 2025 এর গত ১৫.০৭.২০২৫ তারিখের আদেশনামা সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারির Dispute case no 20/CEC of 2025 এর ২০.০৮.২০২৫ তারিখের আদেশনামা পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক তথা হুগলি রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং. ১১০০ তারিখ ২২.০৮.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ঝুম্পা মুখার্জি ও শুভঙ্কর দাস, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পহলামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত প্রতিনিধিকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট (Election Schedule) প্রকাশ করা হল। সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধির উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহন একান্ত ভাবে কাম্য। এই উপলক্ষ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৯.০৮.২০২৫ তারিখে সমিতির মুখ্য কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এ বিকাল ছ'টার সময় প্রকাশিত হল।

ঝুম্পা মুখার্জি ও শুভঙ্কর দাস
তারিখ ঃ ২৯.০৮.২০২৫ **সহকারী রিটার্নিং অফিসার**
পহলামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

No. of BOD to be elected :

No. of Directors to be elected	অসংরক্ষিত (unreserved) to be elected	No. of SC / ST (তপঃ জাতি/ উপজাতি) Directors to be elected	No. of women (মহিলা) Directors to be elected
12	09	1	2

পরিচালক মন্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচনী নির্ঘণ্ট(Election Schedule)

ক্রমিক সংখ্যা (S.N.)	বিষয় (subject)	তারিখ (date)	স্থান (place)	সময় (time)	ভারপ্রাপ্ত ব্যাক্তির নাম/ পদ।(name/ post of the assigned person)
১.	পূরণ করা মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ ও জমা (Distribution and Filled in up of Nomination Papers) মনোনয়ন পত্রের কপি বিনামূল্যে সমিতি থেকে পাওয়া যাবে।	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত	Authorized person by the A.R.O. /A.R.O.
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা (scrutiny of nomination papers)	১১.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২.৩০ টা থেকে	A.R.O.
৩.	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (publication of list of valid nomination)	১১.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয় এর নোটিশ বোর্ড	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	A.R.O.
৪.	মনোনয়নপত্রের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার (withdrawal of candidate)	১২.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	বেলা ১২.৩০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	A.R.O.
৫.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ (publication of list of valid nominated candidates after withdrawal)	১২.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয় এর নোটিশ বোর্ড	বেলা ৩টার পর	A.R.O.
৬.	ভোট গ্রহণ	২৫.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	Polling personnel assigned by the Returning Officer, Hooghly
৭.	ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা (counting and result declaration)		সমিতির প্রধান কার্যালয়	ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর	
৮.	বিজয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান	২৫.০৯.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	ফলাফল ঘোষণার পর	

বিঃ দ্রঃ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রযোজ্য। EPIC না থাকলে নির্বাচনের দিন প্রত্যেক ভোটারকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত যে কোন একটি সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনের প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ ও নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়েই ভোট দিতে হইবে। ভোটার সর্বাধিক সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে।

ঝুম্পা মুখার্জি ও শুভঙ্কর দাস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পহলামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

THE PENCH VALLEY COAL CO. LTD.
CIN : L74140WB1905PLC001622
Regd. Office : Hongkong House, 31, B.B.D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
Tel : +91 33 2248 8891/92, **Email :** corp@poddarheritage.com
Website : www.poddarheritage.com

NOTICE OF 119TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 119th Annual General Meeting (AGM) of the Members of The Pench Valley Coal Company Limited ("the Company") will be on **Friday, 26th day of September, 2025 at 11.00 A.M.** at the Registered office of the Company at Hongkong House, 31, B.B.D. Bagh (S), Kolkata - 700 001.

The Annual Report along with the Proxy Forms and Attendance slips and the Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2025, Auditors Report and notes annexed thereto and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website http://www.poddarheritage.com/the-pench-valley-coal-company-limited.htmland www.cdslindia.com and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Friday, 19th September, 2025 to Friday, 26th September, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by CDSL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Thursday, 18th September, 2025.** Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Monday, 22nd September, 2025 at 09.00 A.M. and ends on Thursday, 25th September, 2025 at 5.00 P.M. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote while members who have not cast their vote shall be able to exercise their voting rights at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However if such person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries/grievances, in relation to remote e-voting etc. Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos: MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar & Share Transfer Agent, 383 Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata - 700045, Contact No.: (033) 40724051/2/3, Fax: (033) 40724050 www.mcsregistrars.com E-Mail : helpdeskkol@mcsregistrars.com with a copy to corp@poddarheritage.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For **THE PENCH VALLEY COAL COMPANY LIMITED**
V Venugopalan
Sd/-
Director
DIN : 09309069

Date : 29th August, 2025
Place : Kolkata

SKIPPER Limited

স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১ **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com; **ওয়েবসাইট:** www.skipperlimited.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে স্কিপার লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সদস্যদের ৪৪তম (চুয়াল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বা সভা) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার, সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ") এর প্রযোজ্য বিধান মেনে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সর্বশেষটি হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুযায়ী বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ এবং কোম্পানির সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। এছাড়াও, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছে যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। সভার অন্যান্য বিবরণের জন্য সদস্যদের কোম্পানির ২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি) (সকল সংস্করণ) এবং একদিন (বাংলা) -এ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, তালিকাভুক্তি বিধিমালার সার্কুলার এবং প্রবিধান ৪৪-এর সাথে একত্রে পঠিত, কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সকল যোগ্য সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে যাতে তারা সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি কেবল দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য এবং রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে।

কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ভৌত আকারে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী ব্যক্তি সভায় রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং পূর্বোক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিদের নোটিশটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

কেবলমাত্র সেইসব সদস্য যারা ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দেননি, তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। তবে, যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে বা সভার সময় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

যে কোনও ব্যক্তি, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.com অথবা investor.relations@skipperlimited.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, যদি আপনি এনএসডিএল ই-সার্ভিসেস অর্থাৎ IDEAS-এর জন্য নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি আপনার বিদ্যমান IDEAS লগইন দিয়ে https://eservices.nsdl.com ঠিকানায় লগইন করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ওয়েবপেজ অ্যাক্সেস করতে পারেন। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের "ডাউনলোড" বিভাগে, অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ 'ই-ভোটিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (শেয়ারহোল্ডারদের জন্য).pdf" এবং "ই-ভোটিং ম্যানুয়াল - শেয়ারহোল্ডার.pdf" দেখতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতী পল্লবী মাহত্রের সাথে ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন। সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ অথবা ই-মেইল আইডি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ কল করতে পারেন। আরও সহায়তার জন্য, সদস্যরা শ্রীমতী অনু সিং, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার, স্কিপার লিমিটেডের সাথে টেলিফোন নম্বর ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩১ অথবা ই-মেইল আইডি investor.relations@ skipper-limited.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
স্থান: কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৫ **আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং এফ৯৭৮২**

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
CIN L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০
ইমেল : investors@sastasundar.com ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধ সম্পর্কিত তথ্য

শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৩টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ সহ পঠিত হবে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাধারণ সার্কুলার (এখন থেকে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার (সেবি সার্কুলারস) সহ পঠিত হবে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনা করার জন্য।

এজিএমের কার্যক্রম কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিচালিত হবে বলে মনে করা হবে, যা এজিএমের স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড রিমোট ই-ভোটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এর নোটিশ সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (দের) কাছে নিবন্ধিত এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com, আরটিএ-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও পাওয়া যাবে। সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত ("সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান") অনুসারে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে একটি বাস্তব যোগাযোগ পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নয়, যার মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইটের ওয়েবলিঙ্ক এবং সঠিক পথ থাকবে যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি

- যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌতভাবে থাকে এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html এবং https://web.in.mpms.mufg.com/faq.html ঠিকানায় আইএসআর ১ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌতভাবে থাকে, তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা : সেবি সার্কুলার অনুসারে, আমরা আপনাকে প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ (পিন সহ ডাক ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সহ), নমুনা স্বাক্ষর এবং ভৌত ফোলিওর ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ-তে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

- বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল ব্যবসায়ে শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।
- ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

বই বন্ধ : কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং সেবি (এলওডিআর) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫ **এম. নং- এসিএস ২৪০৮১**

পাটনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

নিবন্ধন সংখ্যা-১৭ (এইচ-জি), তারিখ- ২৫.০৩.১৯৫৩
গ্রাম-পাটনা, পোস্ট অফিস- পাটনা, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-08/ARO/PATNASKUS/2025 **তারিখ - 29.08.2025**

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাটনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.০০ টা থেকে সমিতির প্রধান কার্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন সংঘটিত হবে। উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে সমিতিরি সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুশলেন ২০১২ অনুসরণ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক প্রতিনিধি আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-

১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	পাটনা-১	পাটনা উত্তর ও মাঝের পাড়া	১৬৯	৭(সাত) জন
২	পাটনা-২	পাটনা ঘোষপাড়া ও ভুঁইয়াপাড়া	১৭২	৭(সাত) জন তন্মধ্যে ১(এক) জন মহিলা সংরক্ষিত এবং ১(এক) জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংরক্ষিত
৩	পাটনা-৩	পাটনা বাউলদাস ও তাঁতিপাড়া	১১৪	৫(পাঁচ) জন তন্মধ্যে ১(এক) জন মহিলা সংরক্ষিত
৪	পাটনা-৪	পাটনা সেকোঁরপাড় ও বলিরাম	৪২	২(দুই) জন
৫	পাটনা-৫	সুর্দশন উত্তর-মধ্যপাড়া	৮৯	৪(চার) জন
৬	পাটনা-৬	সুর্দশন দক্ষিণ ও চৌমাথা	১৭১	৭(সাত) জন তন্মধ্যে ১(এক) জন মহিলা সংরক্ষিত এবং ১(এক) জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংরক্ষিত
৭	পাটনা-৭	বালিচড়া ও ভৈরবপুর	৯৮	৪(চার) জন তন্মধ্যে ১(এক) জন মহিলা সংরক্ষিত
৮	পাটনা-৮	কোটালপুর ও রহিমপুর, হারমালা, কাঁঠালিয়া, উত্তর দাদপুর ও হালুসাই	১৫২	৬(ছয়) জন

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **৮ (আট) টি,** মোট ভোটার সংখ্যা **১০০৭ জন** এবং সর্বমোট প্রতিনিধি পদের সংখ্যা **৪২ (বিয়াল্লিশ)** জন।

২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।

৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	১১.০৯.২০২৫ এবং ১২.০৯.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	১১.০৯.২০২৫ এবং ১২.০৯.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৪.০৯.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৪.০৯.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১৫.০৯.২০২৫	দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৫.০৯.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৫.০৯.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	২৫.০৯.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২৫.০৯.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুশলেন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
১১. সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনা বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতিরি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
পাটনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার ● ৩০ অগস্ট ২০২৫ ● পেজ ৮

সাহিত্য সংস্কৃতির আলোকে

স্বর্ণকুমারী দেবী

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

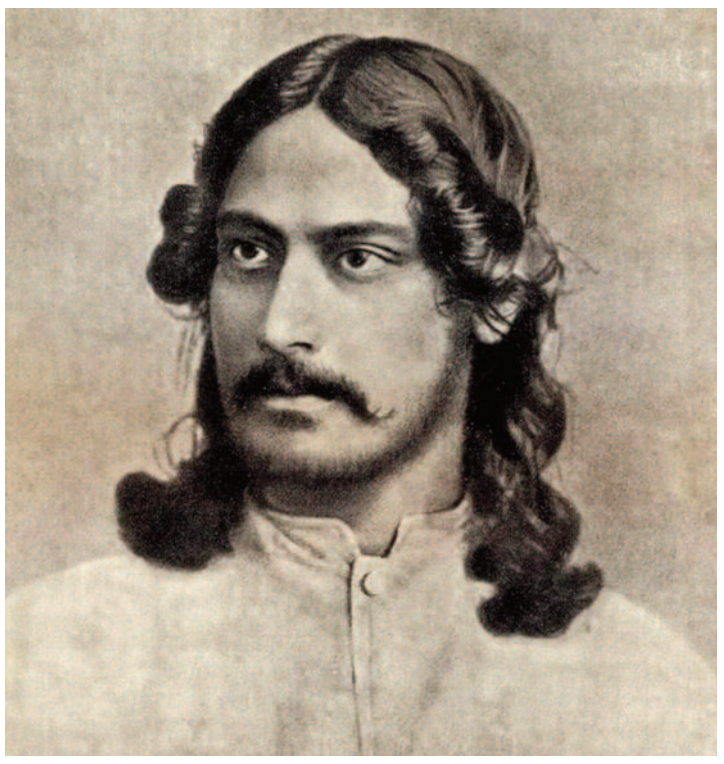

উনিশ শতকের শেষ ভাগে নারী শিক্ষার যে উদ্যোগ দেখা যায় তা মূলত পুরুষদের ফলেই হয়েছিল। পুরুষেরা যখন ইংরেজি শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করল তখন তারা ঠিক করল বাড়ির পত্নীকেও তারা লেখাপড়া শেখাবে। যেমন বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কমলমনির 'সৌন্দর্য গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্র পিতা মিস টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমল মনিকে এবং সূর্যমুখী কে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন'। উনিশ শতকে বাঙালি মহিলা কবি বলতে যার নাম খুবই প্রাসঙ্গিক তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি প্রধানত গদ্য সাহিত্য রচনা করলেও অনেক কবিতা রচনাও তিনি করেছিলেন। তাঁর কবিত্ব শক্তির প্রতিভা শুধু দেশে নয় দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা।

১৮২২ সালে সমাচার দর্পণে বলা হয়েছে — 'ইদানীন্তন বিদ্যাপতি অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন। এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। তবে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাবতী নারীর তালিকা অনেক। যেমনযাঞ্জবল্কের স্ত্রী মৈত্রেয়ী, অত্রির স্ত্রী অনসূয়া, ধ্রুপদ রাজকন্যা পান্ডব পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ পত্নী রুক্মিনি, চিত্রলেখা, লীলাবতী, কর্নাট দেশের রাজরানী, লক্ষণ সেনের স্ত্রী থেকে শুরু করে বীর সিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা, মহারানী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামা সুন্দরী-এই দীর্ঘ তালিকায় প্রতিপাদিত হয়েছে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাসকরণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত, তবে পূর্বতন সাধ্বী শ্রী গণেরা বিদ্যা শিক্ষা তে অবশ্য পরান্মুখ হইতেনক্ষ্ম। আবার ১৮২৯ সালে ২১ নভেম্বর সমাচার দর্পণ উল্লেখ করছে ক্ষ্ম পূর্বকালের স্ত্রী লোকেরা কেবল পাঠ করণে সুশিক্ষিত হইত তাহা নয় কিন্তু তাহারা সংস্কৃত ভাষায় এমত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে যে অদ্যাপিও বিজ্ঞ লোকেরদের মধ্যে তাহার প্রশংসা আছে'।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে নারী শিক্ষার যে উদ্যোগ দেখা যায় তা মূলত পুরুষদের ফলেই হয়েছিল। পুরুষেরা যখন ইংরেজি শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করল তখন তারা ঠিক করল বাড়ির পত্নীকেও তারা লেখাপড়া শেখাবে। যেমন বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কমলমনির 'সৌন্দর্য গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্র পিতা মিস টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমল মনিকে এবং সূর্যমুখী কে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন'।

উনিশ শতকে বাঙালি মহিলা কবি বলতে যার নাম খুবই প্রাসঙ্গিক তিনি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি প্রধানত গদ্য সাহিত্য রচনা করলেও অনেক কবিতা রচনাও তিনি করেছিলেন। তাঁর কবিত্ব শক্তির প্রতিভা শুধু দেশে নয় দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কতটা সুযোগ ছিল সেটা স্বর্ণকুমারী দেবীর নিজের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে —'যখন আমার মাতৃ দেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারের অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারোকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়গীণ প্রভৃতি সকলেই তখন এক বাড়িতে বসবাস করতেন। এই বহু পরিবারের মধ্যে কেউ মূর্খ ছিলেন না বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ বিদ্যাপতি ছিলেনক্ষ্ম। অর্থাৎ শিক্ষাটা ছিল পুরোপুরি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের স্বর্ণকুমারী স্বামীর সাথে মুম্বাই যান। সেখানে থাকার সময় তিনি ইংরেজি কিছুটা আয়ত্ব করেন। তার শিশু কন্যা হিরন্ময়ীকে নিয়ে তিনি মুম্বাইতে এক বছর ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালও স্বর্ণকুমারী কে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী স্বামী তাকে যে কত উৎসাহ প্রদান করতেন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটা স্বর্ণকুমারী লিখিত গ্রন্থ the fatal garland নামক ইংরেজি পুস্তিকায় উল্লেখিত আছে— "it was my loving and revered father– Maharsi Devendra nath Tagore– who had prepared me for my life's carer by giving me and education unusual for Hindu girls of those days. Stil–but for the help and encouragement given to me by my beloved husband– I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows today– and under his loving guidance I passed through stromy waves of literary life as easily and pleasantly as good swimmer through a rough sea.

বাল্যকাল থেকেই স্বর্ণকুমারী দেবী পারিবারিক সূত্র ধরেই সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি ছড়া রচনা করতে পারতেন যেগুলি অবশ্যই ছন্দের সাথে সঠিকভাবে মিলনে আবদ্ধ ছিল। ছড়া কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সংগীত খুব ভালোবাসতেন, কেউ গান করতে, শুনলে তিনি সেই গান নিজে নিজেই গাইতে শুরু করতেন। একদিন নিজের মনে খেয়াল মত গান করছেন ঠিক সেই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই গান শুনতে শুনতে স্বর্ণকুমারীর কাছে এসে উপস্থিত হন এবং বলেন 'স্বর্ণ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পারো তা ত জানতাম না'।

ভারতী পত্রিকাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদনা করতেন। তারপর সেটি সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৮ বছর ধরে তিনি ভারতী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তার কন্যাদের হাতে ন্যাস্ত করেন। সে সময় তিনি লিখেছেন 'এতদিন আমি আমার সাধ্যমত ভারতীর সম্পাদনা কার্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।' এই সুদীর্ঘকাল ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার সময় তিনি নিজেও যেমন অনেক কবিতা গদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী তাদের দিয়েও অনেক নতুন নতুন রচনায় ভারতী পত্রিকা কে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করার সময় তিনি লিখেছেন 'পুরাতন চিরস্থায়ী নয় অথচ তাহার মৃত্যুও নাই । সে বর্তমান নূতনে। পিতামাতা সন্তানের জীবিত পূর্ব স্রোত পরবর্তী স্রোতে প্রবাহিত অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু। পুরাতনের প্রধান ধর্ম নতুন কে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখানো, অন্য কথায় নূতন কে গঠিত করে তোলা। যাতে যে সফলতা লাভ করে তাহা জীবন সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্য সেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথনিঞ্চত পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।' তাঁর রচিত সংগীত কবিতা পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। তার লেখা কয়টি? কাব্য পুস্তকের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো গাথা, কবিতা ও গান, বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য), দেব কৌতুক, যুগান্ত(কাব্য নাট্য), কনে বদল, এবং দুটি গুচ্ছ। এছাড়াও তিনি হুগলির ইমামবাড়ী নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন যেটি পাঠক মহলে চিরস্মরণীয়। এছাড়া তিনি যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি হল স্বপ্ন বাণী, বিচিত্রা, রাজকন্যা, ফুলের মালা, স্নেহলতা ইত্যাদি। পাকচক্র নামে একটি প্রহসনমূলক রচনা তাঁকে খুবই খ্যাতির জগতে নিয়ে আসে। এছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সংগীত হলো— নিঝুম নিঝুম গম্ভীর রাতে/কম্পত পল্লব দক্ষিণ বাতে/পেখল সজনী সতিমির রজনী/অম্বরে চন্দ্র না তারকা ভাতে/ঝিল্লি ধনী কৃত, বন পরিপূরিত/কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে/এছাড়াও তিনি দেবী ভারতীকে বন্দনা করিয়া সংগীত রচনা করেছিলেন— ওগো কমল- আসনা রঞ্জিনী বীণাপাণি/আমি পাহাড়েও আর জানি না ভারতি/তোমারেই শুধু জানি/ওগো মধুর ছন্দা হৃদয়ানন্দা/জানিনা প্রভাত জানিনা সন্ধ্যা/তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া/জীবন ধন্য মানি/স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথা বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে ঝড়ের বর্ণনা খুব কমই দেখা যায় কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী দক্ষতার সাথে গাথা কাব্যগ্রন্থে ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন-মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ/দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর/নদীর ঔরসে ঢেউ সাথে ঢলি/খেলে না জোছনা রজতধার/মৃদুল পবন বহেনাকো আর/গাছের একটি পাতা না নড়ে/বহে কিনা বহে তটিনি কে জানে/ঢেউ তো একটি নাহিক পড়ে/স্বর্ণকুমারী দেবীর ও অধিকাংশ কবিতাই সহজ-সরল এবং সংগীতগুলির প্রকাশ বস্তু খুবই রমনীয়। তাহার প্রণয় কবিতাগুলি রসমাধুর্যে ঢলঢল করিতেছে। তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রণয় সঙ্গীত হলো — 'সে কেমনে চলে যায়/আমার তো দেখিলে তাহায় ,শুধু দেখিলে তাহায়/শুধু মুখ পানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে/শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়/সদা ভয় ভয় সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা/হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়/সেতো বুঝিতে না পারে শুধু যাই যাই করে/মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়/আমি বড় ভালোবাসি সে মুখের হাসি,/স্বর্ণকুমারী দেবীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত হলো 'এখনো এখনো প্রায় এসে নামে শিহরে কেন!' এটি একটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুমধুর সংগীত — এমন যামিনী মধুর চাঁদনী/সে শুধু গো যদি আসিত/পরানে এমন আকুল পিয়াসা/যদি সে শুধু গো ভালোবাসিত/এ মধু বসন্ত এত শোভা হাসি/এ নব যৌবন এত রূপ রাশি/সকলি উথিত পুলকে বিকাশি/উনি একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর বর্ষাকালের বর্ণনা নিয়ে সংগীত রচনা করেছেন — সখি নব শ্রাবণ মাস/জলদ ঘনঘটা দিবসে সাঝছটা/ঝুক ঝুক ঝরিছে আকাশ/ঝিমিকি ঝমঝম নিনাদ মনোরম/মুহু মুহু দামিনী আভাব! স্বর্ণকুমারী দেবী ছোট গল্প গুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ মালতি ও গল্পগুচ্ছ বিষয়বস্তু অভিনবত্বে সার্থক ছোটগল্পের দাবি করে। তার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ গুলিও স্মরণীয়। বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো জ্যোতি নিহারিকা সূর্য।

স্বর্ণকুমারী দেবীর এই কাব্য প্রতিবার জন্য তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদ প্রদান করেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বৈদ্যবাটি সাহিত্য সম্মেলন তাহাকে অভিনন্দন পত্র দিয়েছেন। ২৭খানি মোট গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে মাত্র ৫ খানি গ্রন্থ কবিতা গ্রন্থ। কবির পাশাপাশি তিনি সর্বপ্রথম প্রকৃত মহিলা উপন্যাসিক হিসেবে সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি সমাজ সেবাতেও যুক্ত হয়েছিলেন। 'সখি সমিতি ' নামে একটি মহিলা সম্মিলনী তিনি গঠন করেন। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশে হিতকর কার্যানুষ্ঠান।' 'সখি সমিতির' আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল অনাথ বিধবা দিগকে ভরণপোষণ , আশ্রয়, শিক্ষা প্রদান করা। অর্থাৎ অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রদান। সখী সমিতির আরেকটি উদ্দেশ্য হলো 'মহিলা শিল্প মেলা' নামক প্রতিবছর একটি মেলার আয়োজন করা। এছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালের কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা, যিনি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ২৩শে জুলাই স্বর্ণকুমারী দেবী প্রয়াত হন।

প্রকৃত সবল মানসিকতার স্বাবলম্বী মহিলারা পরের দায়ে বেঁচে থাকাকে লজ্জা মনে করে

শুভজিৎ বসাক

ভারতীয় সংবিধান ও আইনে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য সুরক্ষা, তাদের সাথে ব্যবহার করার বিধি বলবৎ থাকলেও পুরুষদের জন্য বলবৎ নেই কোনও আইন। তাদের জন্য বরাদ্দ শুধুই বিধিনিষেধ আর সেই সুযোগে বহু কর্মস্থল যেখানে মহিলাদের আধিক্য বেশি সুযোগ নেয় তারা এবং পুরুষেরা সেই ভুল দেখিয়ে কথা বললেই নিয়মের বেড়াজালে পড়ে চুপ থাকতে বাধ্য হয়।

এরকম মহিলা আধিক্য কর্মস্থলের মধ্যে অন্যতম হল স্বাস্থ্যে নার্সিং পরিসর এছাড়াও আস্তে আস্তে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরে মহিলাদের আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অবশ্যই নারী শিক্ষার অগ্রগতির একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু এই এই ইতিবাচক দিককে ভুলে তার থেকে অযাচিত সুযোগ তুলতে বদ্ধপরিকর বহু মহিলা কর্মী। বহুক্ষেত্রেই এই মহিলা কর্মীদের মধ্যে নিজেদের কাজের তুলনায় বিশেষ করে নিজ বা অন্য পরিসরের পুরুষ কর্মীদের কাজের গতিবিধি লক্ষ্য করতে, নিজের কাজের দায়ভার এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবেই অন্য পরিসরের পুরুষ কর্মীদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ পরিসরের আওতাভুক্ত নয় জানিয়ে সেই পুরুষকর্মীরা প্রথমে আপত্তি করলেও লাভ না হলে সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি বেশি হওয়ার কারণে পুরুষ কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে উল্টে হুমকির মুখে পড়ছে তারা। কারণ কর্মস্থলে মহিলা কর্মীরা উঁচু ডেসিবেলে কথা বলার সুযোগ পেলেও তাদের সাথে পুরুষ কর্মীদের উঁচু গলায় কথা বলে বাগবিতণ্ডায় জড়ানো যায় না তাই বারংবার নিঃশব্দে বহুক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা এসকল সুযোগ নিয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে অন্যায়ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করছে। সমীক্ষা মতে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের এমন অশোভনীয় আচরণের প্রবণতা বিগত কুড়ি বছরে ৩.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যে সংখ্যা অতীতে ছিল মাত্র ০.১০ থেকে ০.২৭ শতাংশ এবং পুরুষ কর্মীরা এই অভব্যতার জন্য চাকরি ছেড়েছে সেটাও শতাংশের নিরিখে ৫.৪৪ শতাংশ।

একথা সত্যি যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যক, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই আইন নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয়। কর্মক্ষেত্রে সব পুরুষ যেমন খারাপ নয় একইভাবে বহু মহিলা কর্মী সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রায় ৫৭.৮৮ শতাংশ মহিলা কর্মীরা পারিবারিক, সাংসারিক বিভিন্ন কাজ সামলে কর্মক্ষেত্রে এসে সেখানকার নিজের কাজ অন্য মহিলা কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার তুলনায় পুরুষ কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সুবিধাজনক মনে করে কারণ আইন মহিলাদের পক্ষে রায় দেওয়া নিশ্চিত করেছে। সেখানে সুবিধা করতে না পারলে বহুক্ষেত্রে বয়সে ছোট মহিলা কর্মীদের দিয়ে অন্য পরিসরের বয়সে বড় পুরুষ কর্মীদের অন্যায়ভাবে কথা শুনিয়ে প্রভাবিত করে অশান্তি সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে এই মহিলা কর্মীরা নিজের পরিবারেও পুরুষ সদস্যদের ওপরে কর্তৃত্ব দেখাতে গিয়ে গুরুত্ব হারিয়ে বসে আবার কোথাও সংসার ভেঙে বসে আর সেই হতাশাই তারা কর্মক্ষেত্রে এসে জাহির করে সেখানকার পরিবেশকে জটিলতর করে তুলেছে ক্রমশঃ। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বেশ কিছু পদমর্যাদা সম্পন্ন রুচিহীন পুরুষ কর্মীরা তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে অন্য পুরুষ কর্মীদের ওপরে অবিচার করে বসে এতে কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট হয়। আবার রাতে মহিলা কর্মীদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না সরকারি তরফে এমন ভাবনাও তাদের প্রতি প্রশাসনের নমনীয়তা দর্শিয়ে অনেকেই নিজেদের দুর্বল দেখিয়ে পুরুষ কর্মীদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে কাজ হাসিল করার প্রবণতা দেখিয়ে চলেছে। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রতি সহমর্মিতা অন্যদের হতাশ করছে।

সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট দফতর ও প্রশাসনিক স্তরেও ভাবা প্রয়োজন যে এভাবে চলমান কর্ম সংস্কৃতির ফলে বহু পুরুষকর্মীদেরও মানসিক অবস্থায় চির ধরছে যার প্রভাব পড়তে বাধ্য তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং এভাবে পরোক্ষে কর্মক্ষেত্রে তৈরি করা মানসিক অস্থিরতায় পুরুষদের ঘর ভাঙ্গার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কেউ কেউ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের দাবি যে মূলতঃ কর্মরত মহিলাদের এমন মানসিকতা তাদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাকেই প্রকট করছে কারণ প্রকৃত সবল মানসিকতার মহিলারা স্বাবলম্বী এবং পরের দায়ে বেঁচে থাকাকে লজ্জা মনে করে, কাউকে অপদস্থ করে সে অন্তত উন্নতির বড়াই করার যোগ্যতা হারায়।